স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

খসড়া জরিপ প্রতিবেদন ২
বাংলা সারসংক্ষেপ

নবাবগঞ্জ উপজেলা মাস্টার প্ল্যান পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরন

অক্টোবর, ২০২৪

শেল্টেক SHELTECH Since 1988

SCPL SHELTECH CONSULTANTS (PVT.) LTD.

সারসংক্ষেপ

প্রকল্পের প্রেক্ষাপট

এই মাস্টার প্ল্যান প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো ইউটিএমআইডিপি/ইউএমপিআর-২ এর অধীনে নবাবগঞ্জ উপজেলার মাস্টার প্ল্যান পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ করা। এর আগে আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইউডিডি) দ্বারা প্রস্তুতকৃত নবাবগঞ্জ উপজেলার মাস্টার প্ল্যানটি প্রশাসনিক পুনর্গঠনের সরকারি নীতির অধীনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিকল্পনা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো উপজেলার সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অবকাঠামো সেবার গুণগত মান মূল্যায়ন ও উন্নয়ন করা। নবাবগঞ্জ উপজেলার মাস্টার প্ল্যান পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) একটি সাম্প্রতিক উদ্যোগ, যা শেলটেক (প্রা.) লিমিটেড এবং শেলটেক কনসালট্যান্টস (প্রা.) লিমিটেড দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে। পর্যালোচনা ও হালনাগাদ নবাবগঞ্জ উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান)-এর টার্মস অব রেফারেন্সের পার্ট বি (সার্ভে স্টাডিজ) অনুসারে দ্বিতীয় খসড়া (ড্রাফট ২) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রথম খসড়া মার্চ মাসে এবং এপ্রিল ২০২৪-এ নবাবগঞ্জ উপজেলা কমপ্লেক্সে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে অনুষ্ঠিত ডেটা-শেয়ারিং কর্মশালার পরে জমা দেওয়া দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদনে ফিল্ড চেকের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংশোধিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা টিওআর এবং ইনসেপশন রিপোর্ট দ্বারা নির্ধারিত।

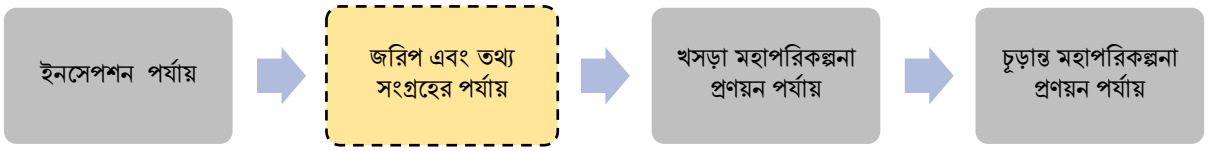

প্রকল্পের প্রধান পর্যায়গুলি

প্রতিবেদনের কাঠামো এবং বিষয়বস্তু

সমীক্ষা প্রতিবেদন	
ভলিউম I	ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভূমি/ স্থান ব্যবহার জরিপ, জিওটেকনিক্যাল এবং সিসমোলজিক্যাল জরিপ এবং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সংক্রান্ত প্রতিবেদন।
ভলিউম II	আর্থ-সামাজিক জরিপ, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ জরিপ এবং পরিবহন জরিপ প্রতিবেদন
ভলিউম III	ঐতিহ্য, বিনোদন এবং উন্মুক্ত স্থান, স্বাস্থ্য সুবিধা, জনস্বাস্থ্য এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং সুস্থতা, শিক্ষা সুবিধা, মৎস্য, পশুসম্পদ এবং বনজ সহ কৃষি, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত সহ জীব-বৈচিত্র্য, বিপদ এবং বিপর্যয়, পরিবেশ, প্রকল্পের ফলাফল বাস্তবায়নের জন্য আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কিত প্রতিবেদন।
ভলিউম IV	কমিউনিটি এনগেজমেন্ট (PRA এবং KII সম্পর্কিত) রিপোর্ট

কাজের সীমা

জরিপ ও তথ্য সংগ্রহ কাজের প্রতিবেদনের পরিধি নিম্নরূপ:

- প্রকল্প এলাকার জন্য টিওআর-এ নির্দেশিত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা।

- বিশদ জরিপ তালিকা প্রস্তুত করা, জরিপ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ, ম্যাপিং এবং প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। এই তথ্যগুলির মধ্যে রয়েছে ভৌত বৈশিষ্ট্য, টপোগ্রাফিক, ভূমি ব্যবহার, হাইড্রোগ্রাফিক, ভূ-প্রযুক্তিগত এবং সিসমোলজিক, পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রকল্প এলাকার পরিবহন পরিস্থিতি উদ্ঘাটন।
- বিভিন্ন ইউটিলিটি নেটওয়ার্কের তথ্য সংগ্রহ করা, যেমন ড্রেনেজ লাইন, স্যুয়ারেজ নেটওয়ার্ক, গ্যাস সরবরাহ নেটওয়ার্ক, পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক, এবং বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট তথ্য।
- স্থানীয় জনগণ/স্থানীয় নেতা/প্রতিনিধি/সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ সভা পরিচালনা করে পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয়/সম্প্রদায়ের লোকদের অংশগ্রহণমূলক দ্রুত মূল্যায়ন (PRA) এর মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পৃক্ত করা।

সারণি: নবাবগঞ্জ উপজেলা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ইউনিটসমূহ

স্থানীয় সরকার অঞ্চল প্রকার	**একক**
জেলা	ঢাকা
উপজেলা	নবাবগঞ্জ
ইউনিয়ন	আগলা, বক্সনগর, বান্দুরা,বাহ্রা, বারুয়াখালি, চুড়াইন, গালিমপুর, যন্ত্রাইল, জয়কৃষ্ণপুর, কৈলাইল, কলাকোপা, নয়নশ্রী, শিকারীপাড়া, শোল্লা

খন্ড ১

‘ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভূমি/ স্থান ব্যবহার জরিপ, জিওটেকনিক্যাল এবং সিসমোলজিক্যাল জরিপ এবং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সংক্রান্ত প্রতিবেদন’

জনসংখ্যা

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণ দেখা হচ্ছে, শহুরে জনসংখ্যা ১৯৭৪ সালে ৫% থেকে ২০১৬ সালে ৩৫% বৃদ্ধি পেয়ে শহুরে অবকাঠামো এবং জীবনযাত্রার মানকে চাপে ফেলেছে। ৫০০ টিরও বেশি শহর দরিদ্র আবাসন, অপর্যাপ্ত উপযোগিতা এবং ক্রমবর্ধমান বস্তি জনসংখ্যার সম্মুখীন। বিপরীতভাবে, সুবিধা ও কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে গ্রামীণ-শহুরে অভিবাসন বৃদ্ধির সাথে গ্রামীণ অঞ্চলগুলি এলোমেলোভাবে বিকশিত হয়েছে। সরকারের "মাই ভিলেজ মাই টাউন" উদ্যোগের লক্ষ্য গ্রামীণ অবকাঠামো এবং সুবিধা যেমন পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং ইন্টারনেট অ্যাক্সেস উন্নত করা, উন্নয়নের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং কৃষি জমি রক্ষা করা। সরকার টেকসই উন্নয়ন এবং উন্নত নগর-গ্রামীণ ভারসাম্য নিশ্চিত করতে বারোটি উপজেলার পরিকল্পনার নেতৃত্ব দিয়ে এলজিইডি প্রতিটি উপজেলার জন্য মহাপরিকল্পনা তৈরী করছে। ঐতিহ্যগতভাবে, উপজেলা পরিষদ স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং এখনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব রয়েছে রয়েছে। উপজেলা মহাপরিকল্পনার (ইউএমপি) উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, উন্নয়ন নির্দেশনা প্রদান, টেকসই নগর-গ্রামীণ সংযোগ নিশ্চিত করা, কৃষি জমি রক্ষা করা এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের উন্নয়ন সহজতর করা।

সারণি: নবাবগঞ্জ উপজেলার জনসংখ্যার বিন্যাস

ইউনিয়ন	জনসংখ্যা			
	পুরুষ	নারী	মোট	ঘনত্ব
আগলা	৯০৪২	১০১৪৩	১৯১৮৫	১২৮৫
বক্সনগর	১০৬৭৫	১২২১৪	২২৮৮৯	২৬৬৮
বান্দুরা	১৪৩৩৭	১৬৬৬২	৩০৯৯৯	২০৯৭
বাহ্রা	১৩৩৯৩	১৪৭৬২	২৮১৫৫	১৬৪৪
বারুয়াখালী	৮৩৩৮	৯৯৭২	১৮৩১০	১৫২২
চুড়াইন	১১৯৬৯	১৩৯৭৩	২৫৯৪২	১২২২
গালিমপুর	৬৯৪৩	৭৯১০	১৪৫২৮	১৫৭৮

ইউনিয়ন	জনসংখ্যা			
	পুরুষ	নারী	মোট	ঘনত্ব
যন্ত্রাইল	১১৫৩২	১৩৪৯৫	২৫০২৭	১২৮৫
জয়কৃষ্ণপুর	৮৮১৪	১০০৬০	১৮৮৭৪	১১৬১
কৈলাইল	১৩৪২০	১৫৪৩৮	২৮৮৫৮	৮২৮
কলাকোপা	১১৬২১	১২৫৫৬	২৪১৭৭	৩৬৩৮
নয়নশ্রী	১৩৩৯০	১৬৪৪০	২৯৫৮২	১৩৩২
শিকারীপাড়া	৮৬৫৮	১০৩১৬	১৮৯৭৪	১৬৭৩
শোল্লা	২০১০০	২২৬১৩	৪২৭১৩	১১১১

টপোগ্রাফিক সমীক্ষা

টপোগ্রাফিক সমীক্ষায় নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বৈশিষ্ট্যের স্থানাঙ্ক এবং উচ্চতা ডেটার সুনির্দিষ্ট রেকর্ডিং করা হয়,যা কার্যকর ভূমি পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জরিপে নবাবগঞ্জ উপজেলার ভূমির স্তর, রূপরেখা, ডিজিটাল উচ্চতার মডেল, রাস্তা, বাঁধ, প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং জলাশয়ের বিশদ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মোট ৬১০৬১.৯১ একর এলাকা মধ্যে জলাশয়গুলি ৫৪৩৩.৬১ একর জুড়ে, যা সমগ্র উপজেলার ৮.৯০% । সমীক্ষায় অসংখ্য নদী, খাল, পুকুর, ডোবা, নিচু ভূমি এবং জলাভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জলাশয়ের ল্যান্ডস্কেপে পুকুরগুলি প্রাধান্য পেয়েছে। টোটাল স্টেশন এবং ড্রোনের মতো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সমীক্ষাট সম্পন্ন করা হয়ছে। স্পট লেভেল ক্যাপচার এবং বিস্তারিত কনট্যুর ম্যাপ তৈরি করা হয়ছে যথাসম্ভব নির্ভুলভবে।

Matrice ৩০০ RTK (Real Time Kinematics) Drone, DJI Zenmuse P1 ক্যামেরা, Topcon GR-5 GNSS (গ্লোবাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম) রিসিভার, এবং টপকন GM101 টোটাল স্টেশন নবাবগঞ্জ উপজেলা এলাকায় টপোগ্রাফিক জরিপ পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে, উচ্চতা গড় সমুদ্র স্তর (MSL) সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হয়, এবং উচ্চতা পরিমাপের একক হলো মিটার। স্পট স্তরের প্রতিটি বিন্দুর মধ্যে অনুভূমিক এবং উল্লম্ব দূরত্ব ৫ মি।

বিশ্লেষণ প্রায় ৫.০১ মিটার গড় উচ্চতা নির্দেশ করে, ১.৫০ মিটারের একটি আদর্শ বিচ্যুতি সহ, অভিন্ন ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত করে। ৭৯৮৯৯ লাইন সমন্বিত কনট্যুর মানচিত্রটি দৃশ্যত উচ্চতার পার্থক্যকে দেখায়, যা ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করবে। উপরন্তু, ডিজিটাল এলিভেশন মডেল (DEM) উচ্চতা বন্টন সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। সমীক্ষাটি নদী, খাল এবং নিষ্কাশন চ্যানেলগুলির প্রবাহের দিক পরীক্ষা করে, জল প্রবাহের ধরণ বুঝতে সহায়তা করে। জলাশয়ের বিশদ শ্রেণীকরণ এবং বন্টন বাস্তুতন্ত্রের মূল্যায়ন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রচেষ্টায় এই তথ্য অবদান রাখে। টপোগ্রাফিক সার্ভে অধ্যায়টি উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের জন্য একটি মৌলিক সম্পদ হিসাবে কাজ করবে। এটি নবাবগঞ্জ উপজেলার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে এবং টেকসই উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবহারের জন্য জ্ঞাত সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সক্ষম করে।

সারণি: স্পট লেভেল পরিসংখ্যান

টাইপ	মান
ন্যূনতম	-১.৩২
সর্বোচ্চ	১০.৪৬
গড়	৫.০১
আদর্শ বিচ্যুতি	১.৫০

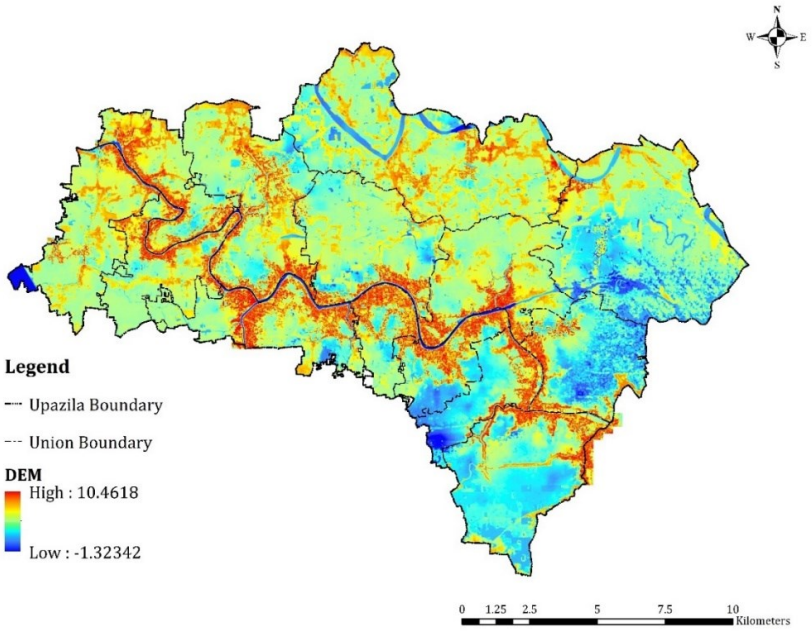

চিত্র: নবাবগঞ্জ উপজেলার ডিজিটাল এলিভেশন মডেল

ফিজিক্যাল ফিচার

ফিজিক্যাল ফিচার জরিপের সময় মাঠ তদন্তের মাধ্যমে বিভিন্ন বিবরণ সংগ্রহ করা হয়।

সারণি: সমীক্ষার জন্য অ্যাট্রিবিউট সংগ্রহ

ফিচার টাইপ (স্থাপনা)	Attribute সংগৃহীত	বৈশিষ্ট্যের ধরন (রাস্তা)	Attribute সংগৃহীত
স্থাপনার প্রকারভেদ	১. পাকা (RCC)	রাস্তার নাম	
	২. পাকা (Masonry)	রাস্তার পৃষ্ঠের ধরন	1. BC
	৩. সেমি পাকা		2. RCC
	৪. কাঁচা		3. HBD
	৫. নির্মাণাধীন		4. WBM
Tenure Type	1. Owner Occupied		5. Earthen
	2. Tenant Public		6. Other
	3. Tenant Private	রাস্তার পৃষ্ঠের অবস্থা	1. Good
	4. Squatting		2. Fair
নির্মাণ বছর			3. Poor
ফ্লোর সংখ্যা			4. Critical
কাঠামোর নাম		রাস্তার প্রস্থ	
হোল্ডিং নম্বর		ফুটপাথ (যদি থাকে)	
বাসস্থান ইউনিট		সারফেস টাইপ	1. BC
মালিকানা	১. সরকারি		2. RCC
	২.বেসরকারি		3. HBD
	৩. ব্যক্তিগত		4. WBM

	৪. ধর্মীয়		5. Earthen
বিভিন্ন ফ্লোরের ব্যবহার			6. Other
এলাকার নাম			

বৈশিষ্ট্যের ধরন (ড্রেন)	Attribute সংগৃহীত	বৈশিষ্ট্যের ধরন (জলভূমি)	Attribute সংগৃহীত
উপাদানের ধরন	১. কংক্রিট	টাইপ	১. নদী
	২. ইট		২. প্রাকৃতিক খাল
	৩. পাইপ		৩. সেচ খাল
	৪. মাটির		৪. পুকুর
ড্রেনেজ অবস্থা	১. ভাল		৫. খাদ
	২. মোটামুটি		৬. গর্ত ধার
	৩. খারাপভাবে		৭. বিল
	৪. সমালোচনামূলক	গভীরতা	
ড্রেনের প্রস্থ		মালিকানা	১. সর্বজনীন
ড্রেনের গভীরতা			২. ব্যক্তিগত
ড্রেনের প্রবাহরেখা			

বৈশিষ্ট্যের ধরন (সেতু/কালভার্ট)	Attribute সংগৃহীত	বৈশিষ্ট্যের ধরন (বিদ্যুৎ, গ্যাস)	Attribute সংগৃহীত
নাম		সাবস্টেশন	If there is any point out the area
প্রকার	১. লোহার সেতু		
	২. RCC ব্রিজ	পাওয়ার স্টেশন	
	৩. বেইলি ব্রিজ		
	৪. পাইপ কালভার্ট	ট্রান্সফরমার	
	৫. স্লুইস গেট		
	৬. রেলওয়ে ব্রিজ		
দৈর্ঘ্য			
প্রস্থ			
নির্মাণ বছর			
অবস্থা	১. ভাল		
	২. মোটামুটি		
	৩. খারাপভাবে		
	৪. সমালোচনামূলক		

কাঠামো

এলাকার ব্যাপক জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ভবন সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কাঠামো সম্পর্কিত এই তথ্য তিনটি প্রাথমিক গ্রুপে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে: পাকা, আধা-পাকা, এবং কচ্ছ/টিনের চালা। এই শ্রেণীবিভাগ জরিপকৃত অঞ্চলের মধ্যে বিল্ডিংগুলির ভান্ডার বুঝতে সাহায্য করে।

১. পাকা কাঠামো: এই শ্রেণীভুক্ত ভবনগুলিতে ইটের দেয়াল এবং একটি কংক্রিটের ছাদ রয়েছে। ইট দিয়ে তৈরি দেয়াল এবং কংক্রিটের তৈরি মজবুত ছাদ সহ এই ধরনের কাঠামো সুনির্মিত এবং টেকসই। পাকা কাঠামোর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৫১৭ এবং শতাংশ হল ১১.১৫%।

২. আধা-পাকা কাঠামো:দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইট, কংক্রিট বা মজবুত উপকরণের উপরিভাগ রয়েছে কিন্তু কংক্রিট ছাড়া অন্য উপকরণ দিয়ে তৈরি ছাদ ও দেয়াল। এর অর্থ হল পৃষ্ঠটি শক্ত এবং ইট দিয়ে তৈরি, তবে ছাদ এবং পার্টিশনগুলি কংক্রিটের পরিবর্তে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি হতে পারে। আধা-পাকা কাঠামোর সংখ্যা ১১৮১৯৪ এবং এটি মোট কাঠামোর প্রায় ৫৬.০২%।

৩. কাঁচা কাঠামো: শেষ শ্রেণীতে দেয়ালের জন্য মাটি, খড় বা টিনের মতো উপকরণ ব্যবহার করে নির্মিত কাঠামো জড়িত। এই উপকরণগুলি ইটের মতো শক্তিশালী নাও হতে পারে। এই কাঠামোর ছাদগুলিও টিন বা খড়ের মতো উপকরণ দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। এই বিভাগে ৬৬৪৬০ সহ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর রয়েছে এবং শতাংশ হল ৩১.৫০%।

অতিরিক্তভাবে, যে ভবনগুলি নির্মাণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে রয়েছে, সেগুলি টিন, ইট বা কংক্রিটের তৈরি করা হোক না কেন, নির্মাণাধীন কাঠামো হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এই বিভাগটি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি এমন বিল্ডিংগুলির জন্য একটি ক্যাচ-অল হিসাবে কাজ করে।

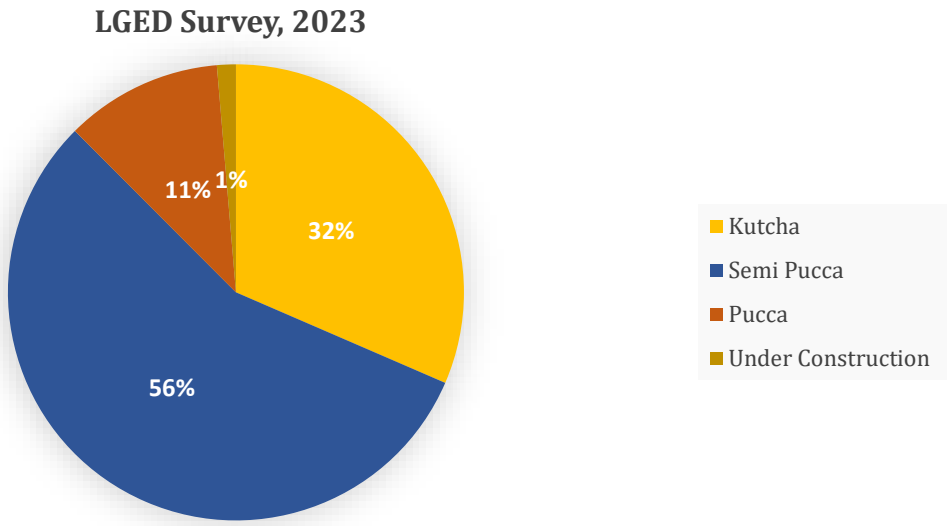

চিত্র: স্ট্রাকচার টাইপের প্রকার

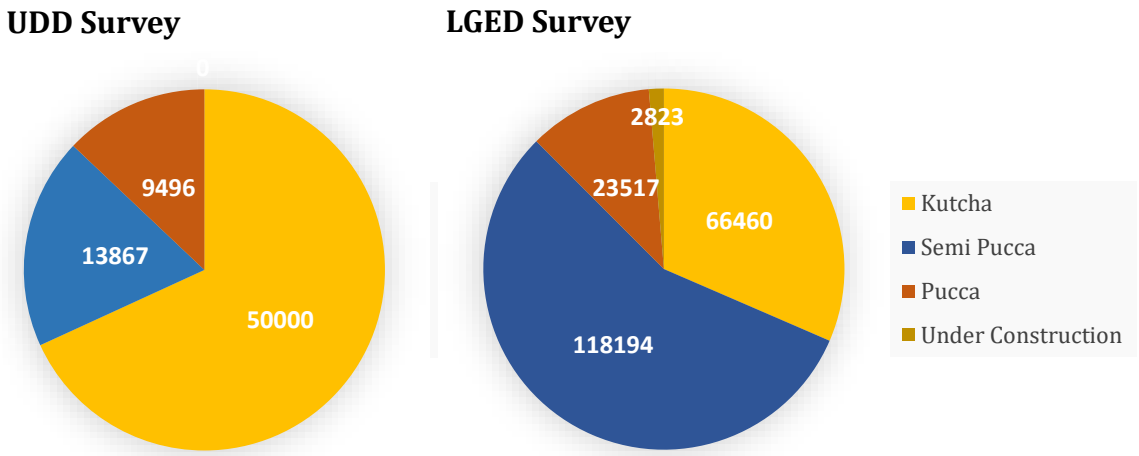

চিত্র: ২০১৬ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে স্ট্রাকচার শেয়ারের তুলনা

২০১৬ সালের UDD সমীক্ষা এবং ২০২৩ সালের এলজিইডি সমীক্ষার মধ্যে তুলনা সমস্ত বিভাগ জুড়ে কাঠামোর সংখ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। কাঁচা কাঠামো ৫০০০০ থেকে ৬৬৪৬০ এ বৃদ্ধি পেছে, পাকা কাঠামো ৯৪৯৬ থেকে ২৩৫১৭ এর মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে এবং আধা পাকা কাঠামো ১৩৮৬৭ থেকে ১১৮১৯৪ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরন্তু, ২৮২৩টি কাঠামোর নির্মাণাধীন হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে, LGED ২০২৩ এ চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম।

তথ্যটি নবাবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন জুড়ে আবাসিক ইউনিটগুলির একটি ওভারভিউ প্রদান করে। শোল্লা ইউনিয়নে সর্বাধিক সংখ্যক আবাসিক ইউনিট রয়েছে, যা মোটের ১৪.৪৪%, তারপরে বান্দুরা ৯.২০% এবং নয়নশ্রী ৮.৭৯%। গালিমপুরে আবাসিক ইউনিটের সংখ্যা সর্বনিম্ন, মাত্র ৩.৬৩%। সমস্ত ইউনিয়ন জুড়ে আবাসিক ইউনিটের মোট সংখ্যা হল ১৩১,৪০২, যা সমগ্র অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন আবাসন বিতরণকে প্রতিফলিত করে।

সারণি: ইউনিয়নভিত্তিক বাসস্থান ইউনিট শেয়ার

ইউনিয়ন	বাসস্থান ইউনিট	শতাংশ (%)
আগলা	৬০৩৬	৪.৫৯
বক্সনগর	৭১৪৭	৫.৪৪
বান্দুরা	১২০৮৩	৯.২০
বাহ্রা	৯৯৩৭	৭.৫৬
বারুয়াখালি	৬৬২৭	৫.০৪
চুড়াইন	৯৫৩০	৭.২৫
গালিমপুর	৪৭৭৩	৩.৬৩
যন্ত্রাইল	৯৮৯০	৭.৫৩
জয়কৃষ্ণপুর	৮৪০২	৬.৩৯
কৈলাইল	১০৭৫৯	৮.১৯
কলাকোপা	৮১৯৫	৬.২৪
নয়নশ্রী	১১৫৪৯	৮.৭৯
শিকারীপাড়া	৭৪৯৮	৫.৭১
শোল্লা	১৮৯৭৬	১৪.৪৪
সর্বমোট	১৩১৪০২	১০০.০০

কমিউনিটি সুবিধা

শিক্ষার সুবিধা

নবাবগঞ্জ উপজেলার শিক্ষাগত সুবিধা, এই অঞ্চলের স্কুল, কলেজ, কোচিং সেন্টার এবং মাদ্রাসার বিতরণ প্রদর্শনী। নবাবগঞ্জ উপজেলায় ১৩৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৫টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি কলেজ ও ৭৬টি মাদ্রাসা রয়েছে। অধিকন্তু, ৪৩টি কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও মাদ্রাসা এবং ১১টি কাউচিং সেন্টার শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা

সরকারি সেক্টরের মধ্যে, একটি হাসপাতাল, ১৩টি ইউনিয়ন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়ালফেয়ার সেন্টার (UHFWC) এবং ৫৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে, যা উভয় স্তরে জনস্বাস্থ্য পরিষেবার বিধান নির্দেশ করে। বেসরকারি খাতে হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে ৯টি।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

মোট ১১৫৪টি ধর্মীয় সুবিধার সাথে, নবাবগঞ্জ এমন একটি জায়গা যেখানে একাধিক ধর্মের চর্চা করা হয় এবং বসবাস করা হয়, ধর্মীয় বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির পরিবেশকে উৎসাহিত করে। ৬১৪টি মসজিদ, ইসলামী উপাসনালয়ের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি নির্দেশ করে। উপরন্তু, ৫৩৩টি মন্দির এবং ৭টি গির্জা রয়েছে, যা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সহাবস্থান প্রদর্শন করে।

খোলা জায়গা

মোট, এলাকাটি ২২৭.০৪ একর খোলা জায়গা (ঈদগাহ, পার্ক এবং খেলার মাঠ) নিয়ে গর্ব করে, যা প্রাকৃতিক এলাকা সংরক্ষণ এবং এর বাসিন্দাদের জন্য বিনোদনের সুযোগ প্রদানের প্রতিশ্রুতি নির্দেশ করে। নয়নশ্রী ৩১.৮৫ একর জুড়ে খোলা জায়গার বৃহত্তম বিস্তৃতি নিয়ে দাঁড়িয়েছে, যা শহরে ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে একটি মরূদ্যান হিসাবে এর সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে।

অবকাঠামো এবং পরিষেবা

নবাবগঞ্জ উপজেলা ৯৯০.৯০ কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ক আছে। নির্মাণের দিক থেকে এই রাস্তাগুলিকে আটটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে ইট চিপস, সিমেন্ট কংক্রিট, রিইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট, হোলো ব্লক ব্রিকস, ওয়াটার বাউন্ড ম্যাকাডাম, অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার, অনন্য ধরণের ব্লক এবং নির্মাণে ব্যবহৃত মাটির সামগ্রী। নবাবগঞ্জ-মাঝিরকান্দা-দোহার, ঢাকা-কেরানীগঞ্জ-টিকরপুর-জয়পাড়া, নবাবগঞ্জ-শোল্লা-হেমায়েতপুর এবং নবাবগঞ্জ-মাঝিরকান্দা-বান্দুরা-বারুয়াখালী-বেড়িবাধ সড়কগুলো উপজেলা এলাকার প্রধান সড়ক।

সারণি : ইউনিয়নভিত্তিক পরিবহন পরিকাঠামো সুবিধা

ইউনিয়ন	BC	CC	Earthen	HBB	WBM	RCC	Uni-Block	Others	G
আগলা	১২.৫৭	৩.৭১	১৩.৭৬	১০.৫৮	০.১৮	১.৫৪	৪.৭৩		৪৭.০৭
বক্সনগর	১৮.৯৪	০.৯১	১১.১০	৬.৭৪		৬.৭৭	০.২৩		৪৪.৬৯
বান্দুরা	২৪.২০	১.২১	২১.০৫	১৫.৫৭		৩.৯৬	৬.২৩		৭২.২৩
বাহ্রা	২৬.৭৪	৪.১৮	২৫.০৫	১৩.২০		৫.৬৫	১.৬৬	০.০৪	৭৬.৫৪
বারুয়াখালি	৩৬.৩৩	০.০৪	১৯.৮৮	৫.৫৩		০.১২	১.৬০	০.৫৭	৬৪.০৬
চুড়াইন	৩০.৬০	২.৪৭	২১.২২	৪.০৭		৪.২৬	৪.৪৬		৬৭.০৮
গালিমপুর	১৭.৯৫	০.৭৪	৮.২১	৯.২৬		২.৭৩	০.০৪		৩৮.৯৩
যন্ত্রাইল	২৬.০৩	০.২৪	৩২.০২	৯.৫৬	০.০২	১.২৮	০.৬১	১.৯৫	৭১.৭১
জয়কৃষ্ণপুর	১২.৯২		২৯.০৫	৭.৪৪		৪.১৬	১.৫১		৫৫.০৭
কৈলাইল	৩৫.০২	০.১০	৩৩.৩০	৯.৯৬	০.৮০	১.৭৯	৭.২৪		৮৮.২০
কলাকোপা	২২.৪৬	০.৫৮	১০.৯৪	৫.৬৪	২.২৫	৫.৫৫	২.৩৯		৪৯.৮১
নয়নশ্রী	২৬.৪৫		৫০.০৫	১৭.৭৬	৫.৮২	০.২১	৫.১১		১০৫.৪১
শিকারীপাড়া	১১.৮৩	০.৮১	৩৪.৬৮	১৩.০৮	০.২২	০.৯১	১.৯৪		৬৩.৪৬
শোল্লা	৪১.৪৪	০.৫১	৬৬.৯৮	২৬.১৪	০.০৭	১.৮০	৯.৬৭		১৪৬.৬২
সর্বমোট	৩৪৩.৪৭	১৫.৫১	৩৭৭.৩০	১৫৪.৫৪	৯.৩৭	৪০.৭৪	৪৭.৪২	২.৫৬	৯৯০.৯০

শোল্লায় মোট ১৪৬.৬২ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে, যার অধিকাংশই মাটির রাস্তা ৪৫.৬৮%। মোট ৩৮.৯৩ কিলোমিটার রাস্তা নিয়ে গালিমপুর একটি ভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়। এখানে, উল্লেখযোগ্য ৪৬.১০% রাস্তা বিটুমিনাস কংক্রিট (BC) দিয়ে নির্মিত হয়েছে, যেখানে রিইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট (RCC) এবং HBB (উচ্চ মানের বিটুমিনাস কংক্রিট) রাস্তা সহ ছোট অংশ রয়েছে।

উপজেলা জুড়ে মোট ৪৬০টি ব্রিজ ও কালভার্ট রয়েছে যার মধ্যে বিভন্ন ইউনিয়নে ২২৩টি ব্রিজ ও ২৩৭টি কালভার্ট রয়েছে। শোল্লা ইউনিয়নে সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্রিজ ও কালভার্ট রয়েছেরয়েছে, মোট ৮২টি, তারপরে চুরাইনে ৪৮টি এবং কাইলাইল ৪৬টি রয়েছেরয়েছে। বারাহেও উল্লেখযোগ্য ৩৬টি রয়েছেরয়েছে। বিপরীতভাবে, জয়কৃষ্ণপুরে সবচেয়ে কম রয়েছেরয়েছে।

নবাবগঞ্জের মধ্যে নবাবগঞ্জের কয়েকটি ইউনিয়নের বাজারে অবস্থিত কয়েকটি ছোট ড্রেন ছাড়া কোনো ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই। এই ড্রেনগুলো খুবই ছোট এবং ড্রেনগুলোর বহিঃপ্রবাহ ইছামতি নদীতে। অল্প সংখ্যক নিষ্কাশন ব্যবস্থা শুধুমাত্র কোলাকোপা, বক্সানগর, বান্দুরা এবং নয়নশ্রী ইউনিয়নে পাওয়া যায়।

নবাবগঞ্জ উপজেলায় প্রধান পাওয়ার গ্রিড সাবস্টেশন রয়েছেরয়েছে যা এর বৈদ্যুতিক অবকাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু। বান্দুরা এবং আগলায় দুটি ১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশন এবং কোলাকোপা ইউনিয়নে একটি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র রয়েছেরয়েছে। এই সুবিধাগুলি উপজেলা জুড়ে বিদ্যুৎ বিতরণ করে, শিল্প, বাণিজ্যিক এবং আবাসিক কার্যক্রমকে সমর্থন করে। অতিরিক্তভাবে, ছয়টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অভিযোগ কেন্দ্র বাসিন্দাদের জন্য বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি স্মাধান করে। মোট, উপজেলা জুড়ে ৪৭টি উচ্চ ভোল্টেজ টাওয়ার এবং ১৪,২৫৯টি বৈদ্যুতিক খুঁটি রয়েছেরয়েছে, যা এই অঞ্চলের ব্যাপক বিদ্যুৎ বিতরণ অবকাঠামোকে তুলে ধরে।
উপজেলার কলাকোপা ইউনিয়নে একটি মাত্র আনুষ্ঠানিক ডাস্টবিন রয়েছে এবং ঘরে ঘরে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নেই। এখানে-সেখানে, নদী, খাল, পুকুরে বর্জ্যের মাধ্যমে সর্বাধিক মানুষ। ইছামতি নদীর পাশে রয়েছে ডাম্পিং গ্রাউন্ড।

ভূগর্ভস্থ জল, প্রাথমিকভাবে নলকূপ থেকে উৎসারিত, এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য পানীয় জলের প্রধান সরবরাহ হিসাবে কাজ করে। যাইহোক, লোহা এবং আর্সেনিকযুক্ত বেশ কয়েকটি নলকূপের দূষণ তাদের দৈনন্দিন জলের প্রয়োজন যারা তাদের উপর নির্ভর করে তাদের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে। ফলশ্রুতিতে, সংশ্লিষ্ট আর্থিক ও লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও অনেক স্থানীয় মানুষ তাদের প্রাথমিক পানির উৎস হিসেবে গভীর নলকূপের দিকে ঝুঁকেছে। অতিরিক্তভাবে, এলাকায় মাত্র পাঁচটি ওভারহেড ট্যাঙ্ক থাকার কারণে নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা আরও সীমাবদ্ধ। এলাকায়

ভূমি ব্যবহার

নবাবগঞ্জ উপজেলা, মোট ৬১,০৬১.৯১ একর এলাকা জুড়ে, এটি প্রাথমিকভাবে একটি কৃষি ভিত্তিক অঞ্চল, যেখানে কৃষি জমির ৫৭.৯৬% অংশ। মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ ০.১০ একর, যা স্থানীয় অর্থনীতির শক্তিশালী কৃষি ফোকাসকে প্রতিফলিত করে, যেখানে অধিকাংশ বাসিন্দা কৃষিকাজে নিয়োজিত। আবাসিক জনবসতিগুলি ল্যান্ডস্কেপকে প্রাধান্য দেয়, যা এলাকার ২৯.৬৫%, যেখানে ইছামতি, ধলেশ্বরী এবং কালিগঙ্গার মতো নদীগুলি সহ জলাশয়গুলি প্রায় ৮.৯০% জুড়ে। রাস্তার অবকাঠামো ন্যূনতম, শুধুমাত্র ১.১১% এলাকা নিয়ে গঠিত।

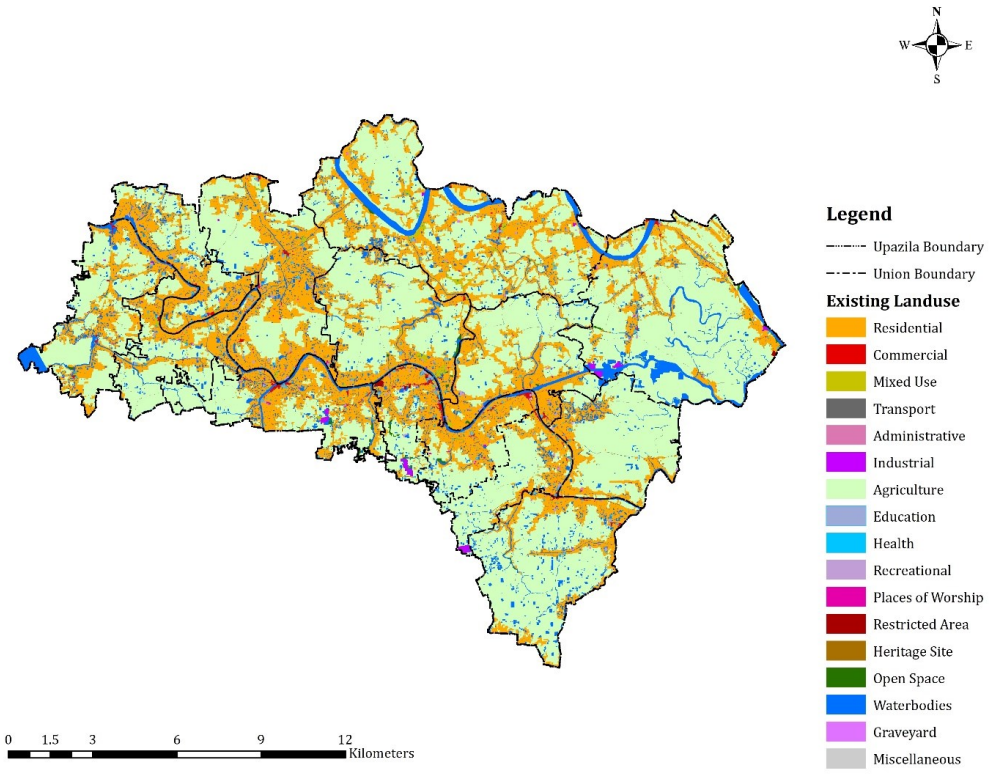

চিত্র : নবাবগঞ্জ উপজেলার ভূমি ব্যবহার

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (ইউডিডি) রিপোর্ট করেছে যে ৬৩.৩% এলাকার কৃষি জমি রয়েছে, যেখানে জলাশয় ৯.৬৪% জুড়ে রয়েছে। শহুরে আবাসিক এলাকা মাত্র ০.৪৮%, যেখানে পরিবহন সুবিধা এবং বাণিজ্যিক অঞ্চলগুলি যথাক্রমে ০.৮২% এবং ০.৩৬%। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, যেমন মিশ্র অঞ্চল, সরকারী পরিষেবা, বিনোদন, স্বাস্থ্য, এবং সম্প্রদায় সুবিধাগুলিও মোট এলাকার একটি ছোট শতাংশ দখল করে।

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ

পানি দূষণ: পানি পরীক্ষা দেখায় যে আয়রন (Fe) এবং ম্যাঙ্গানিজ বাদে সমস্ত প্যারামিটার বাংলাদেশের মান পূরণ করে। সিওডি, টার্বিডিটি এবং ভাইব্রিও কলেরি বাদে, ফলাফলগুলি দেখায় যে সমস্ত মানদন্ড বাংলাদেশের মানকে সন্তুষ্ট করে। ৩২.৮ NTU-এর টার্বিডিটি পরিমাপ ১০ NTU-এর স্বাভাবিক সীমার চেয়ে অনেক বেশি। এই নদীতে ভিব্রিও কলেরি আছে। তাই এই পানি অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা বা ব্যবহার করা উচিত নয়।

শব্দ দূষণ: নবাবগঞ্জ উপজেলায় একটি মিশ্র-ব্যবহারের এলাকায় সর্বনিম্ন প্রায় ৬৪ ডিবি, সর্বোচ্চ ৮৮ ডিবি এবং গড় শব্দ ৭৩ ডিবি রয়েছে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড (শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৬) দ্বারা সংজ্ঞায়িত মিশ্র-ব্যবহারের এলাকায় শব্দের মাত্রা অনেক বেশি।

বায়ু দূষণ: গবেষণায় দেখ যায় যে একটি মিশ্র ভূমি ব্যবহার এলাকার মোট বায়ু মানের পরামিতি বাংলাদেশের মান থেকে বেশি।

বর্জ্য: নবাবগঞ্জে বর্জ্যের প্রধান উৎস হল রান্নাঘরের বর্জ্য, পশুসম্পদ উপজাত, স্যানিটারি বর্জ্য এবং ছাই বর্জ্য, যথাক্রমে বর্জ্য প্রবাহে ৪৯.২০%, ১৭.০২%, ১৩.৮৪% এবং ৫.৯৬% অবদান রাখে।

তাপমাত্রা: ২০০০ সালে গড় তাপমাত্রা ছিল ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এবং ২০২২ সাল নাগাদ তা ২৭.৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেড়েছে। এই দুই দশকের সময়কালে, গড় তাপমাত্রা ১.৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অধ্যয়নকৃত অঞ্চলে বার্ষিক ০.০৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি দেখায়।

বৃষ্টিপাত: ২০১৭ সালে অধ্যয়ন এলাকায় গড় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ২৪১.০০ মিমি সর্বোচ্চ ছিল, যেখানে ২০২২ সালে গড় সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত ১০৮.৪২ মিমি আঘাত হানে। বিপরীতে, গড় বৃষ্টিপাত ২০০০ সালে ১৮২.৭৫ মিমি থেকে ১০৮.২ ডিসি ৫২০ মিমি, ৪২০ মিলিমিটারে নেমে আসে। দুই দশকের ব্যবধানে, ৩.৭২ মিমি বার্ষিক হ্রাসে অনুবাদ করা হয়েছে

আর্দ্রতা: ২০০০ সালে, গড় আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছিল ৭৪.৪৫%, এবং ২০২২ সাল নাগাদ তা ৭১.২৪%-এ নেমে এসেছে। এই দুই দশকের সময়সীমার মধ্যে, উপজেলায় গড় আর্দ্রতা ৩.২১% হ্রাস পেয়েছে।

ভূমি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা: ArcGIS এ ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৩ সালের জন্য ল্যান্ডস্যাটের তাপীয় চিত্র ব্যবহার করে নবাবগঞ্জ উপজেলার ভূমি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা (LST) বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। ফলাফলগুলি ২০১৪ সালে ১৯.৭±C থেকে সর্বনিম্ন LST ২০১৪ ±C থেকে ২১২±C-এ বৃদ্ধি প্রকাশ করে। ২±C বৃদ্ধি। অতিরিক্তভাবে, গড় LST ১.৭৫±C বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০১৪-এ ২৩.৪৫±C থেকে ২০২৩-এ ২৫.১৭±C-তে চলে গেছে, যা এই সময়ের মধ্যে উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রবণতা নির্দেশ করে।

দুর্যোগ:

ভূমিকম্প: বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে উদ্ভূত সাম্প্রতিক ভূমিকম্প (২০১৪ থেকে ২০২৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নবাবগঞ্জ উপজেলা মাঝারি থেকে উচ্চ ভূমিকম্প সংবেদনশীল অঞ্চলে অবস্থিত। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা ২য় জোনে অবস্থিত। বেশির ভাগ ভূমিকম্পই হয়েছে সিসমিক জোন I এবং II এ।

বন্যা: নবাবগঞ্জ উপজেলার জন্য, নবাবগঞ্জের অধিকাংশ এলাকা বন্যায় তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

নদী ভাঙন: গত ২৫ বছরে নবাবগঞ্জ উপজেলায় নদীটির ২.১৫ বর্গকিলোমিটার বৃদ্ধি এবং ২.৭৭ বর্গকিলোমিটার ভাঙ্গন হয়েছে।

জলাভূমি ক্ষতি: গত ত্রিশ বছর ধরে নবাবগঞ্জ উপজেলার জলাভূমি ধারাবাহিকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, জলাভূমি ১৬.১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রায় ৪১ বর্গ কিলোমিটারের সম্প্রসারণের সমান। নবাবগঞ্জ উপজেলার কাইলাইল, শোল্লা, বড়রা, বান্দুরা এবং কোলাকোপা ইউনিয়ন এলাকাগুলো এই অঞ্চলে জলাভূমির বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জয়কৃষ্ণপুর, শিকারীপাড়া ও নয়নশ্রী ইউনিয়নে জলাভূমি এলাকায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ্রাস পেয়েছে।

খন্ড ২

'আর্থ-সামাজিক জরিপ, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ জরিপ এবং পরিবহন জরিপ প্রতিবেদন'

সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য

উপজেলার আর্থ-সামাজিক চিত্র তুলে ধরতে চৌদ্দটি ইউনিয়নে জরিপ করা হয়েছে। জরিপকৃত জনসংখ্যার ২৮% প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে। প্রধান পেশা কৃষিকাজ, ব্যবসাও উপজেলায় বিশিষ্ট । জরিপকৃত লোকদের ৪০% ২০,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা আয় করে যা মাঝারি আয়ের স্তর নির্দেশ করে। শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা পর্যাপ্ত এবং উপজেলায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক ও ফার্মেসির অভাব রয়েছে। এখানে পর্যাপ্ত খোলা জায়গা, সবুজ এলাকা আছে কিন্তু পাবলিক লাইব্রেরি, সিনেমা, যুব সমিতি এবং কমিউনিটি সেন্টারের মতো অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক সুবিধার অভাব রয়েছে। সাধারণ পরিষেবার ক্ষেত্রে, বাজারের প্রাপ্যতা প্রধান। মসজিদ, কবরস্থান, জেনারেল স্টোরও পর্যাপ্ত। জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র, পাবলিক টয়লেট, পোস্ট অফিস, বাসস্টপ, ফায়ার স্টেশনের প্রাপ্যতা খুবই কম। জলাবদ্ধতা ও আর্সেনিক সমস্যাই মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ।

জল সরবরাহের প্রাপ্যতা ভাল অবস্থায় নেই, তবে উত্তরদাতাদের বেশিরভাগই বিদ্যুতের প্রাপ্যতার বিষয়ে একমত। প্রায় ৬৪% উত্তরদাতা গ্যাস সরবরাহের অনুপস্থিতি সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিয়ে তারা বেশিরভাগই সন্তুষ্ট। উপজেলায় সংলগ্ন রাস্তা, ফুটপাথ, গণপরিবহন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বা খুব কম থাকায় পরিবহন ব্যবস্থা ভালো নয়। কাজ, শিক্ষা, বাজারের জন্য প্রতিদিনের মোড হল সিএনজি/অটোরিকশা/টেম্পো। উত্তরদাতারাও ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থার অনুপস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। উত্তরদাতাদের ৬৩% নবাবগঞ্জ উপজেলায় মহাপরিকল্পনা প্রকল্প সম্পর্কে অবগত নন। তাছাড়া উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন, কৃষি সেবা জনগণের সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত নয়।

আনুষ্ঠানিক খাতে, যার মধ্যে ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি শিল্প, ব্যাংক, কুটির শিল্প, নিবন্ধিত দোকান এবং এনজিও রয়েছে, উপজেলায় কোন মনোনীত শিল্প নেই। নিবন্ধিত দোকানগুলি, প্রধানত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, সর্বোচ্চ শতাংশ তৈরি করে৷ ৬১% ব্যবসা স্থানীয় কাঁচামালের উপর নির্ভর করে, যা একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরবরাহ চেইন নির্দেশ করে, ৭২% স্থানীয় বাজারকে লক্ষ্য করে। ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করা হয়, এবং বর্জ্য নিষ্পত্তি করা হয় অপরিশোধিত, প্রায়ই খাল, নদী এবং রাস্তার ধারে করা হয়। কর্মীদের পেশাগত প্রশিক্ষণেরও অভাব রয়েছে।

অনানুষ্ঠানিক খাতে, রাস্তার বিক্রেতা, হকার, রিকশাচালক, চালক এবং গৃহকর্মীর মতো অনিবন্ধিত পেশা রয়েছে। ১০,০০০ টাকার বেশি আয় করে ৪৯%। অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম প্রায়ই অস্থায়ী হয়, সারা বছর ধরে ঘটে। অনেকে স্ব-অর্থায়ন পদ্ধতি পছন্দ করে ঋণ এড়িয়ে চলে। প্রতিকূল আবহাওয়া, ব্যবসায়িক মন্দা, অবকাঠামোগত সমস্যা এবং উচ্ছেদ প্রধান চ্যালেঞ্জ। হাট/বাজারের ৬৯% ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, এবং ৪০% ব্যবসা প্রতি মাসে ১ থেকে ২০ লাখ টাকার মধ্যে। টিউবওয়েল জল সরবরাহ করে (৮৬%), বিদ্যুৎ ব্যাপক, কিন্তু ৪২% পাবলিক টয়লেটের অভাব সম্পর্কে অভিযোগ করে এবং ৭৫% বাজারে তাদের দোকানে বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে।

ট্রাফিক এবং পরিবহন সমীক্ষা

নবাবগঞ্জ উপজেলার নতুন মাস্টার প্ল্যানের জন্য ট্রাফিক ও পরিবহন অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ ও বোঝার লক্ষ্যে নবাবগঞ্জ উপজেলায় এই ব্যাপক ট্রাফিক ও ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভে করা হয়। নবাবগঞ্জ উপজেলায় যানবাহন ও পরিবহন পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য নয় ধরনের জরিপ করা হয়। সমীক্ষাগুলি হল, ট্রাফিক কাউন্ট সার্ভে এবং পেডেস্ট্রিয়ান কাউন্ট সার্ভে, অরিজিন-ডেস্টিনেশন সার্ভে, অকুপেন্সি সার্ভে, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্যাসেঞ্জার সার্ভে, পেডেস্ট্রিয়ান ইন্টারভিউ সার্ভে, পার্কিং সার্ভে, টার্মিনাল সার্ভে, গৃহস্থালি জরিপ এবং ভ্রমণের সময় জরিপ।

ট্রাফিক কাউন্ট সার্ভে এবং পথচারী গণনা সমীক্ষা:

জরিপে নবাবগঞ্জ উপজেলার ১৬টি পয়েন্ট থেকে যানবাহন চলাচলের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নবাবগঞ্জ মোড় ও বান্দুরায় সবচেয়ে বেশি যানজট দেখা গেছে।

পথচারী এবং যানবাহনের প্রবাহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বোঝার জন্য পাঁচটি পয়েন্টে পথচারীদের চলাচল সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। গ্রামীণ সড়কে পথচারীদের চলাচল বেশি বলে ধারণা করা হয়।

উৎপত্তি-গন্তব্য সমীক্ষা:

ভ্রমণের উৎস এবং গন্তব্য ট্র্যাক করে, জরিপের লক্ষ্য ছিল ভ্রমণের ধরণগুলি স্থাপন করা এবং প্রধান পরিবহন করিডোরগুলি চিহ্নিত করা। এটা দেখা গেছে যে বেশিরভাগ ট্রিপগুলি কাজের ভিত্তিক ভ্রমণ। বেশিরভাগ ট্রিপ বান্দুরা এবং কোলাকোপা থেকে উৎপন্ন হয়।

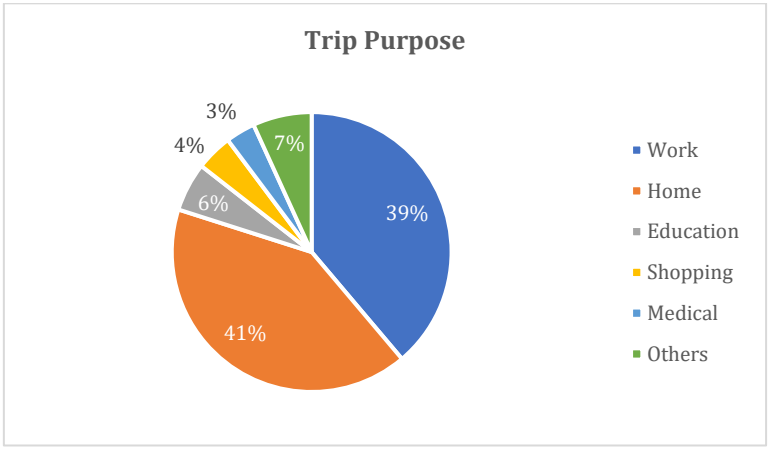

চিত্র: ট্রিপ নির্মাতাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য

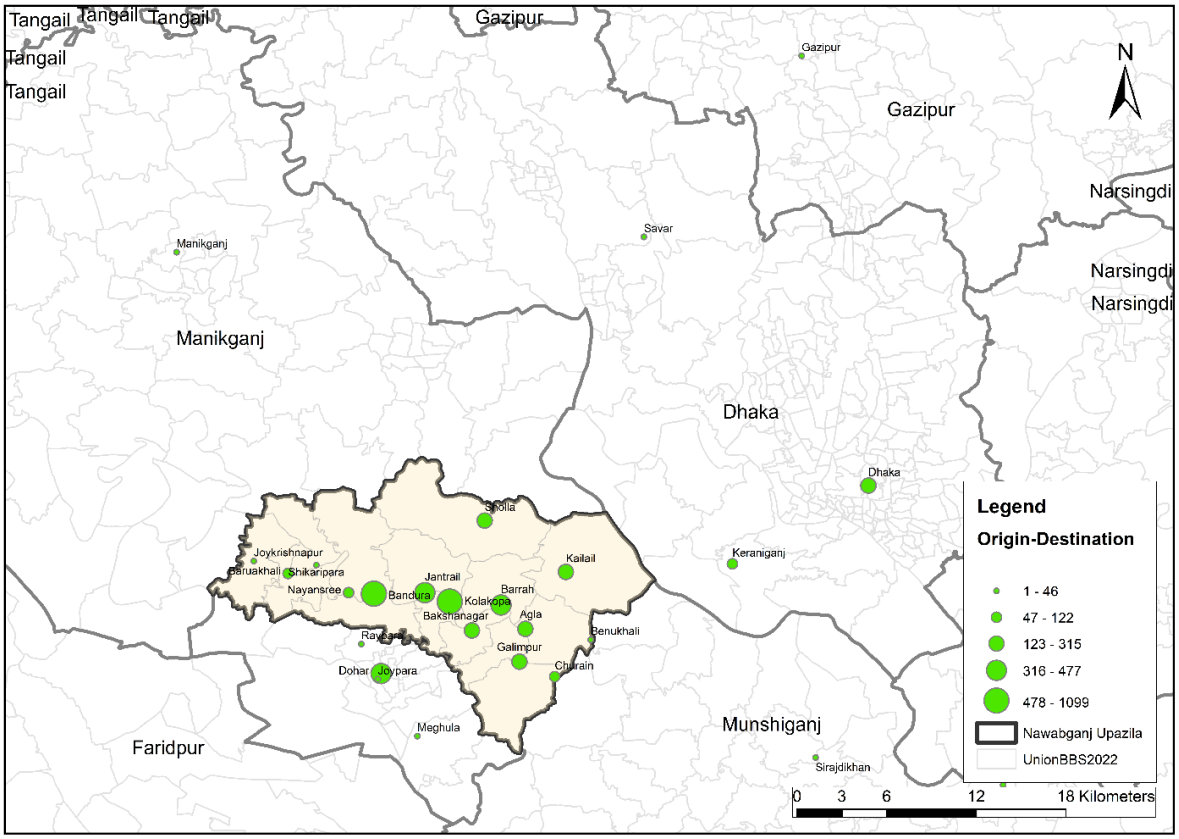

চিত্র : রোডসাইড ইন্টারভিউ জরিপ থেকে উৎস এবং গন্তব্যের বিতরণ

অকুপেন্সি সার্ভে

দখল জরিপ থেকে, প্রতিটি ধরণের গাড়ির জন্য গড় দখল গণনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণী অনুসারে, হাল্কা যানবাহনের জন্য দখলের হার তুলনামূলকভাবে বেশি এবং ভারী যানবাহনের মধ্যে বাসগুলির দখলের হার বেশি।

সারণি: নবাবগঞ্জ উপজেলায় বিদ্যমান মোডের গড় দখল

মোড	গড় দখল
সাইকেল	১.৩০
রিকশা/রিকশা ভ্যান	২.৮৫
মোটরসাইকেল	২.০৮
গাড়ি/ট্যাক্সিক্যাব/এসইউভি	৩.৭৯
সিএনজি/অটো রিকশা/অটো ভ্যান	৪.৬৮
টেম্পু/লেগুনা/হিউম্যান হোলার	২.৫২
মাইক্রোবাস	৬.৩২
ইউটিলিটি (পিক আপ, জিপ)	২.৮০
ভারী ট্রাক/ ট্রেলার/ কনটেইনার/ ৩ এক্সেল ট্রাক	৩.১৪
বড় বাস / ডাবল ডেকার	৩৮.৭১
হালকা ট্রাক/ ৩ টন বা তার কম	২.৭৭
মাঝারি বাস (১৬-৩৯ আসন)	২২.৫২
মাঝারি ট্রাক/২-অ্যাক্সেল ট্রাক	৩.৩৫

পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্যাসেঞ্জার সার্ভে:

যাত্রীদের পছন্দ এবং চ্যালেঞ্জ সহ গণপরিবহন ব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই তথ্য পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সেবা উন্নত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ. উত্তরদাতাদের অধিকাংশই তাদের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য তাদের পরিবহনের পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই দুবার তাদের মোড পরিবর্তন করেছে। বেশিরভাগ উত্তরদাতাদের জন্য, প্রথম মাইলের জন্য পছন্দের পরিবহনের মাধ্যম হল অটো/ব্যাটারি রিকশা যেখানে শেষ মাইলের অগ্রাধিকার হল তাদের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য বাস নেওয়া। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করার সময় উত্তরদাতাদের সন্তুষ্টির প্রশ্নে বাস স্টপের শর্ত ব্যতীত সমস্ত দিকগুলির জন্য সাধারণভাবে ইতিবাচক অনুভূতি রয়েছে।

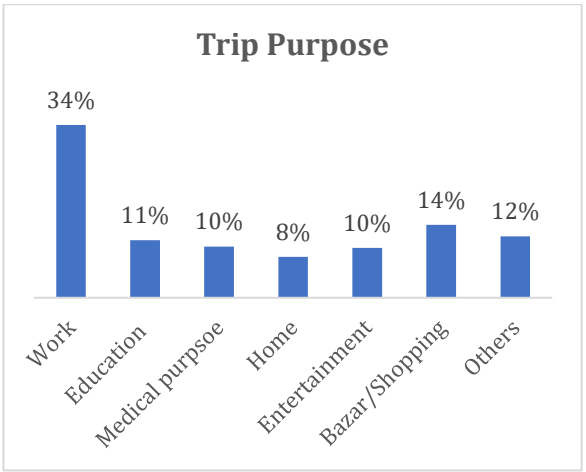

চিত্র: গণপরিবহন ব্যবহারকারীদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য

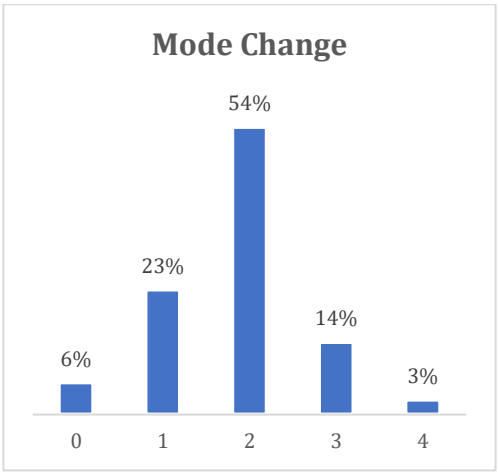

চিত্র: মোড পরিবর্তন

ব্যবহারকারী জরিপ ছাড়াও উপজেলায় গণপরিবহন পরিকাঠামো বোঝার জন্য একটি অপারেটর জরিপও করা হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাসিন্দাদের সুবিধার্থে নবাবগঞ্জ উপজেলা দিয়ে ৫টি বাস চলাচল করে।

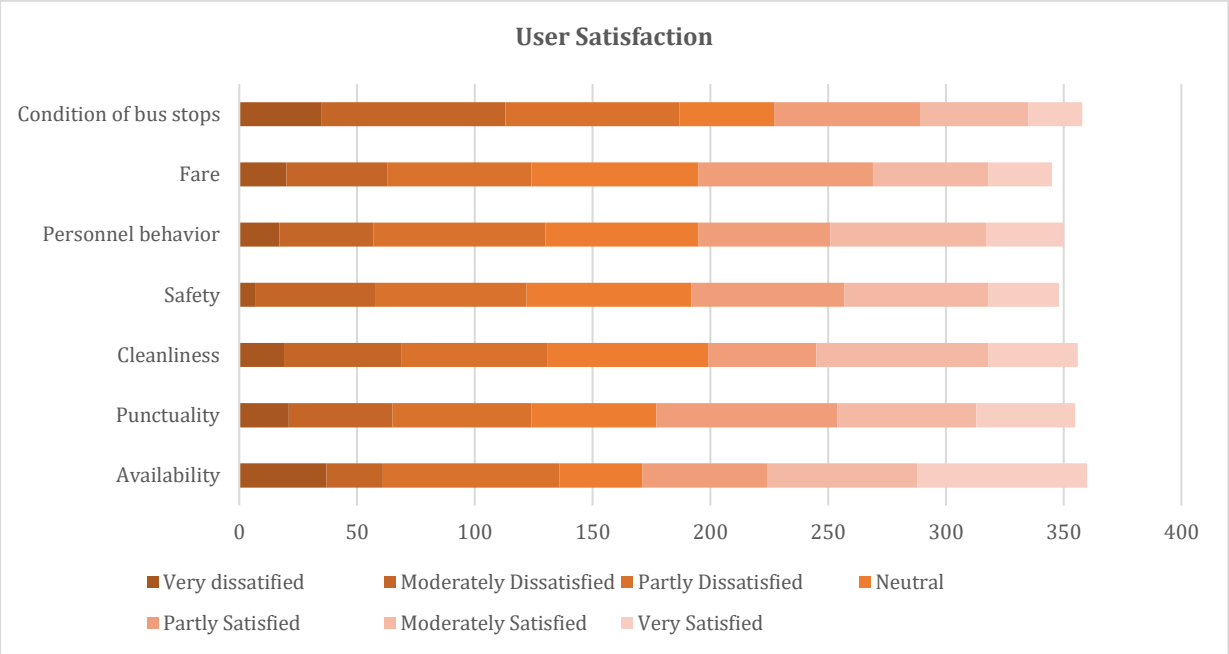

চিত্র: পাবলিক পরিবহন পরিষেবার জন্য ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টি

পথচারী সাক্ষাৎকার সমীক্ষা:

পথচারীদের সাথে সাক্ষাত্কার তাদের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং পথচারীদের অবকাঠামো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পরামর্শের গুণগত তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে। জরিপে জরিপ করা পথচারীদের ভ্রমণ আচরণ কিছুটা হলেও বেরিয়ে এসেছে। সাধারণভাবে, বেশিরভাগ উত্তরদাতা তাদের এলাকায় আরও ফুটপাথের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

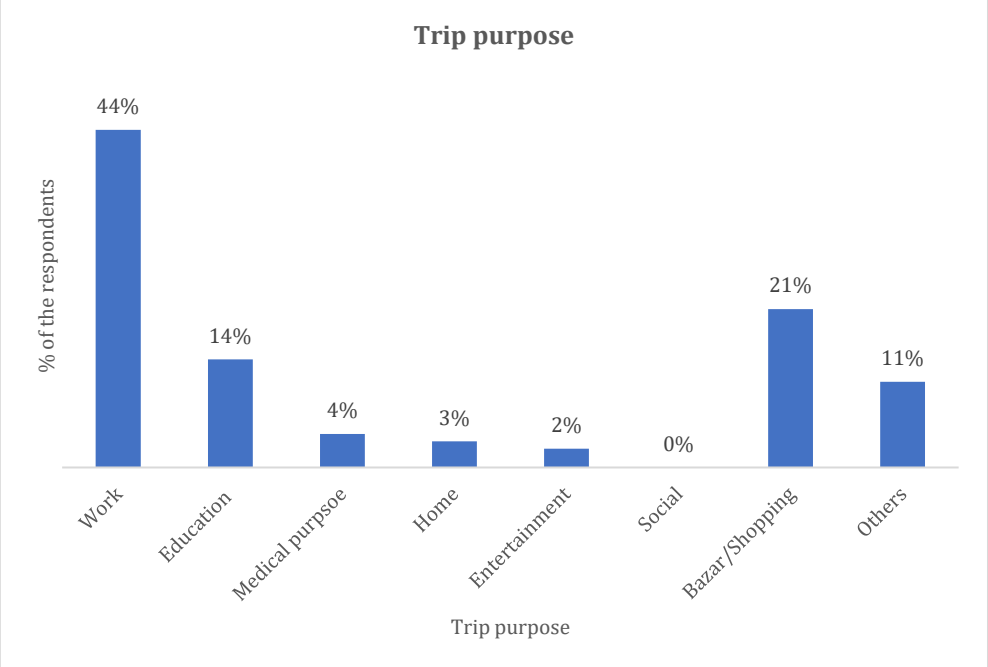

চিত্র: উত্তরদাতাদের ট্রিপ উদ্দেশ্য

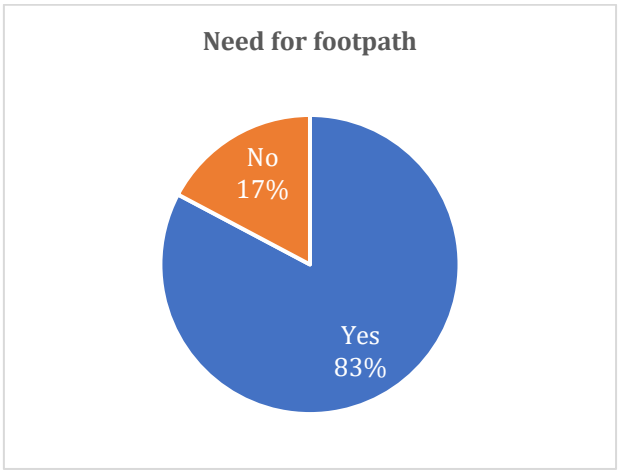

চিত্র: ফুটপাথ প্রাপ্যতা উপর মতামত

পার্কিং সার্ভে:

পার্কিং সুবিধা এবং চাহিদার বিশ্লেষণ কার্যকর পার্কিং নীতি প্রণয়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নতি, সুষম ও সংগঠিত শহুরে পরিবেশ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। পার্কিং জরিপটি নবাবগঞ্জ উপজেলার তিনটি স্থানে/চৌরাস্তায় বিদ্যমান পার্কিং অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে জানায়। জরিপ স্থানগুলিতে অটো/ব্যাটারি রিকশা প্রধান মোড।

সারণি: বিভিন্ন স্থানে পিক আওয়ার পার্কিং ভলিউম

অবস্থান	বিস্তারিত	পিক আওয়ার	পার্কিং ভলিউম
বাগমারা	বাগমারা বাজার রোড	১৭.৩০-১৮.৩০	২০০
	কোর্ট বিল্ডিং রোড	১৭.৩০-১৮.৩১	৪৪
	বাগমারা ব্রিজ	১৭.০০-১৮.০০	২৫
নবাবগঞ্জ	নবাবগঞ্জ- ডিএন কলেজ	১৬.০০-১৭.০০	১০৫
	নবাবগঞ্জ- শোল্লা	১৩.৩০-১৪.৩০	৯৯
	নবাবগঞ্জ-বাগমারা	১৫.৩০-১৬.৩০	১৯৪
	নবাবগঞ্জ-মাঝিরকান্দা	১৩.৩০-১৪.৩০	১২৮
বাগমারা	বান্দুরা-বারুয়াখালী	৯.০০-১০.০০	১০৭
	বান্দুরা-হাসনাবাদ	৯.০০-১০.০০	২০০
	বান্দুরা-টার্মিনাল	৯.০০-১০.০০	৩১৭

টার্মিনাল সমীক্ষা:

টার্মিনালগুলি একটি অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নবাবগঞ্জ উপজেলায় একটি মাত্র বাস টার্মিনাল পাওয়া গেছে। এই টার্মিনালটি তাদের বিদ্যমান অবস্থা, সংযোগ এবং যাত্রী সুবিধার মূল্যায়ন করার জন্য জরিপ করা হয়েছিল। সমীক্ষায় সমস্যা, সম্ভাব্য সমাধান, বিদ্যমান সুবিধার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। চিহ্নিত প্রধান সমস্যাগুলি হল, একটি ওয়েটিং রুমের

প্রয়োজন, বিশ্রাম কক্ষের খুব খারাপ অবস্থা, অপর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা, জরিপ থেকে পাওয়া তথ্যে টার্মিনালের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করা হয়েছে। ফলাফলের ভিত্তিতে উন্নতির জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছিল।

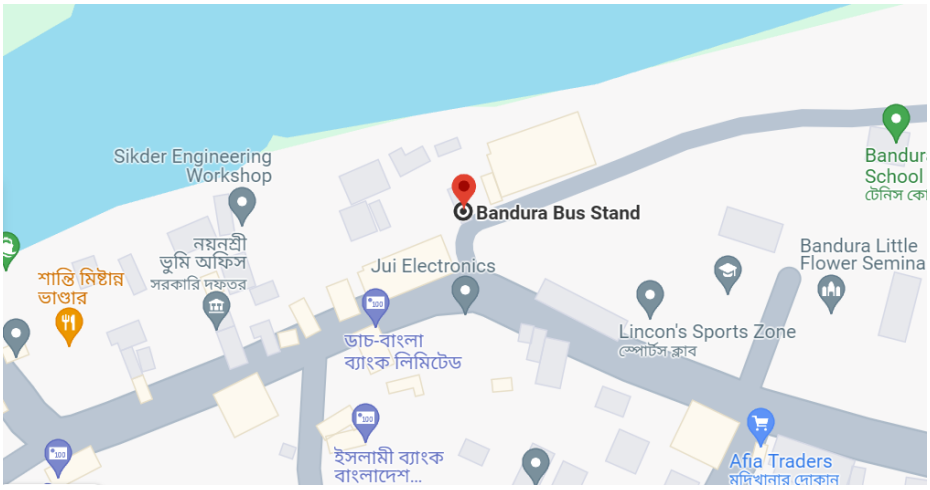

চিত্র: বান্দুরা বাস টার্মিনাল

পরিবারের ভ্রমণ জরিপ

আর্থ-সামাজিক জরিপের পাশাপাশি গৃহস্থালি ভ্রমণ জরিপও করা হয়েছিল। জরিপ করা পরিবারের ট্রিপ প্যাটার্ন বুঝতে সাহায্য করেছে পরিবারের ভ্রমণ জরিপ । উত্তরদাতাদের তাদের ভ্রমণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তারা ভ্রমণের জন্য প্রথম এবং শেষ মোড এবং তারা সাধারণত যে ট্রিপগুলি করেন তার ট্রিপের বিবরণ। ট্রিপগুলিকে তিন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল: কাজের সাথে সম্পর্কিত ট্রিপ, শিক্ষা সম্পর্কিত ট্রিপ এবং বাজার/শপিং সম্পর্কিত ট্রিপ। অন্যান্য সমস্ত ভ্রমণ 'অন্যান্য' বিভাগে অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেখা গেছে যে বেশিরভাগ সফরই ছিল কাজের সাথে সম্পর্কিত। এটি প্রকাশ করা হয়েছিল যে, প্রথম মাইল যাওয়ার জন্য পছন্দের মোড হল সমস্ত ধরণের ভ্রমণের উদ্দেশ্যে হাঁটা। গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য শেষ মাইল যাওয়ার জন্য সিএনজি/ব্যাটারি রিকশা সবচেয়ে পছন্দের মোড।

ভ্রমণ সময় সমীক্ষা:

বর্তমান নেটওয়ার্কের দক্ষতা বোঝার জন্য নবাবগঞ্জ উপজেলার নির্বাচিত সড়কে ভ্রমণের গতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভ্রমণ সময় জরিপ পরিচালনার জন্য তিনটি রুট নির্বাচন করা হয়েছিল। রুটগুলো হলঃ

রুট এ: কমরগঞ্জ হাট- হাসনাবাদ

রুট বি: মুক্তিযোদ্ধা চত্তর- শোল্লা হাসপাতাল

রুট সি: পুরাতন বান্দুরা- বেরিবাধ

তিন ধরনের রুটেই গাড়ি ব্যবহার করা হতো। উপরন্তু, রুট বি এবং সি রুটে সমীক্ষা পরিচালনার জন্য ব্যাটারি রিকশা ব্যবহার করা হয়েছিল। চৌরাস্তায় বা কাছাকাছি ভ্রমণের গতি কম পাওয়া গেছে। এটিও পাওয়া গেছে যে, বেশিরভাগ বিলম্ব ঘটেছে মোড়ে এবং ট্রাফিক স্পিলের কারণে।

এই সমীক্ষার ফলাফল নবাবগঞ্জ উপজেলার নগর পরিকল্পনাবিদ, নীতিনির্ধারক এবং পরিবহন কর্তৃপক্ষের জন্য একটি মৌলিক সম্পদ হিসেবে কাজ করে। সংগৃহীত তথ্য ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে, পরিবহন পরিকাঠামো উন্নত করতে এবং আরও টেকসই এবং দক্ষ শহুরে পরিবেশ তৈরি করতে কৌশলগত হস্তক্ষেপ এবং নীতির বিকাশে সহায়তা করবে।

খন্ড ৩

'ঐতিহ্য, বিনোদন এবং উন্মুক্ত স্থান, স্বাস্থ্য সুবিধা, জনস্বাস্থ্য এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং সুস্থতা, শিক্ষা সুবিধা, মৎস্য, পশুসম্পদ এবং বনজ সহ কৃষি, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত সহ জীব-বৈচিত্র্য, বিপদ এবং বিপর্যয়, পরিবেশ, প্রকল্পের ফলাফল বাস্তবায়নের জন্য আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কিত প্রতিবেদন'

ভূমিকা

এই অংশ প্রতিটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, যা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রাসঙ্গিক দিকগুলি গঠন করতে সহায়তা করে। এই বিষয়গুলির নির্বাচন ক্লায়েন্টের অগ্রাধিকারগুলির সাথে মিল রেখে সযত্নে করা হয়েছে।
কার্যপত্র একটি প্রাথমিক খসড়া হিসেবে কাজ করে যা বর্তমান পরিস্থিতি, তার পরামিতি এবং ভবিষ্যতের কাজের জন্য একটি পরিকল্পনা তুলে ধরে। এটি পটভূমির গবেষণার জন্য একটি রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং একটি উপজেলার মাস্টার পরিকল্পনা প্রস্তুতির সময় ধারণা ও তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। এই ভলিউমে নয়টি প্রধান ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্য, বিনোদন এবং উন্মুক্ত স্থান, স্বাস্থ্য সুবিধা, জনস্বাস্থ্য এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং সুস্থতা, শিক্ষা সুবিধা, মৎস্য, পশুসম্পদ এবং বনজ সহ কৃষি, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত সহ জীব-বৈচিত্র্য, বিপদ এবং বিপর্যয়, পরিবেশ, প্রকল্পের ফলাফল বাস্তবায়নের জন্য আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

জনসংখ্যা

২০২২ সালের আদমশুমারি অনুসারে, নবাবগঞ্জ উপজেলার জনসংখ্যাগত ল্যান্ডস্কেপ এ ৩৪৭,৭৮৬ জন স্থিতিশীল জনসংখ্যা রয়েছে, যার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৪২৪.৭৭৯ জন। এই স্থিতিশীল জনসংখ্যার আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের প্রভাব রয়েছে, যা স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং অবকাঠামোর মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির জন্য একটি স্থির চাহিদার পরামর্শ দেয়। মাঝারি জনসংখ্যার ঘনত্ব টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরে। ভবিষ্যত অনুমানগুলি বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, টেকসই মৎস্য চাষের প্রচার এবং স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো উন্নয়নের উপর ফোকাস করা উচিত। জনসংখ্যার গতিশীলতা বোঝা একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা সমস্ত বাসিন্দার চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সম্বোধন করে৷

জনসংখ্যা এবং স্থানিক বন্টন: ২০২২ সালের বাংলাদেশ আদমশুমারি অনুসারে নবাবগঞ্জ উপজেলায় ৯০,৬৯৪টি পরিবারের মধ্যে মোট ৩৪৮,৭৮৬ জন লোক বসবাস করছে, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৪২৪.৭৭৯ জন। নবাবগঞ্জ উপজেলার জনমিতি কাঠামো স্থিতিশীল, যেখানে ১,৬২,২৩২ জন পুরুষ এবং ১,৮৬,৫৫৪ জন মহিলা রয়েছে, যার ফলে প্রতি ১০০ জন মহিলার বিপরীতে ৮৭ জন পুরুষের লিঙ্গ অনুপাত দেখা যায়। এই স্থিতিশীলতা টেকসই বৃদ্ধি, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামো উন্নতির উপর কেন্দ্রিত লক্ষ্যযুক্ত উন্নয়ন কৌশলের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে।

বয়স ও লিঙ্গ : জনসংখ্যা বয়স গ্রুপে ভারসাম্যপূর্ণ বন্টন প্রদর্শন করে, যেখানে ৩০-৪৯ বছর বয়সের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘনত্ব দেখা যায়। ২০-২৪ বছর বয়সী গোষ্ঠীতে মহিলাদের সংখ্যা ৬০.৯৩%, অন্যদিকে ৭৫-৭৯ বছর বয়সী গোষ্ঠীতে পুরুষরা ৫৪.৯০% এর অধিকাংশ গঠন করে, যা জীবন প্রত্যাশা এবং অভিবাসনের বৈশিষ্ট্যগত নিদর্শনগুলি নির্দেশ করে। বয়স অনুযায়ী লিঙ্গ অনুপাতগুলি পরিবর্তিত হয়, যেখানে ছোট বয়সের গোষ্ঠীতে পুরুষের সংখ্যা বেশি থাকে, তবে বয়স্ক গোষ্ঠীগুলিতে, বিশেষ করে ৫৫-৫৯ বছর বয়সের উপরের গোষ্ঠীগুলিতে, মহিলাদের সংখ্যা বেশি।

জাতিগত গঠন: নবাবগঞ্জ উপজেলা প্রধানত মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত, যেখানে মোট ২,৫২,৮২০ জন মুসলিম রয়েছে, যা এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। হিন্দু সম্প্রদায় দ্বিতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী, যার সদস্য সংখ্যা ৬১,০৮৭ এবং খ্রিস্টান জনসংখ্যা ৪,৮৭৭ জন। কৈলাইল, নয়নশ্রী, এবং বান্দুরা ইউনিয়নগুলি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে, যেখানে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিমদের উপস্থিতি রয়েছে। অন্যদিকে, আগলা এবং গালিমপুর ইউনিয়নগুলি অ-মুসলিম ধর্মীয় গোষ্ঠীর ন্যূনতম উপস্থিতি প্রদর্শন করে।

প্রতিবন্ধী/বিশেষ প্রয়োজনের জনসংখ্যা: নবাবগঞ্জ উপজেলার মোট জনসংখ্যায় মোট ১.৪% লোক প্রতিবন্ধিতার শিকার, যা সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত। পৃথক ইউনিয়নের মধ্যে নয়নশ্রীতে প্রতিবন্ধী লোকের সংখ্যা সর্বাধিক, অন্যদিকে কলাকোপা, চুড়াইন এবং বকশনগর ইউনিয়নগুলিতে সবচেয়ে কম সংখ্যা পাওয়া যায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: নবাবগঞ্জ উপজেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জনমিতি পরিবর্তন এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি মূল সূচক। ২০০১-২০১১ সময়কালে এটি ছিল ৩.৮৪% এবং ৩.৪৮%, যা এই সময়ের মধ্যে নবাবগঞ্জ উপজেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিম্নগামী প্রবণতা নির্দেশ করে। ২০০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির হার কম হওয়া সত্ত্বেও, ২০১১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে এই হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নবাবগঞ্জ উপজেলার মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি সম্ভাব্য স্থিতিশীলতা বা পরিমিত পুনরুত্থানের ইঙ্গিত দেয়, যদিও জাতীয় এবং শহর-স্তরের প্রবণতার তুলনায় ধীর গতিতে।

অভিবাসন পরিস্থিতি: গ্রামীণ-নগর পরিবেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভাবে দরিদ্র চাকরি প্রার্থীরা দারিদ্র্য এবং বেকারত্বের কারণে বড় শহরে অভিবাসিত হয়। জনসংখ্যা শুমারিতে অভিবাসনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত না থাকায় জনসংখ্যার পূর্বাভাস দেওয়া চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে।

জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ: নবাবগঞ্জ উপজেলার জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর ঐতিহাসিক শুমারির তথ্য এবং UNData থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক হার পরিবর্তনের পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে একটি ব্যাপক পদ্ধতি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। জ্যামিতিক বৃদ্ধি পদ্ধতি ব্যবহার করে মধ্যবর্তী জনসংখ্যার পরিসংখ্যান গণনা করা হয়েছে এবং অভিবাসন প্রবণতাও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে, দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে ২০৪৪ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ৫,২৩,৪৩৯ হবে বলে ধারণা করা হয়েছে, যা ১.৮৬% এর একটি টেকসই বৃদ্ধির হার প্রতিফলিত করে। এই প্রক্ষেপণটি কঠোর ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ, বাস্তবসম্মত অভিবাসন প্রবণতা অনুমান এবং পদ্ধতিগত দৃঢ়তার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, যা ভবিষ্যতের নগর পরিকল্পনা এবং সম্পদ বণ্টনের জন্য একটি সুষম এবং বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

ঐতিহ্য: নবাবগঞ্জ উপজেলা সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী, যেখানে অনেক পুরনো ভবন এবং স্থান রয়েছে, তবে এটি গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। একটি প্রশ্নপত্র সমীক্ষার মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যেখানে আফাজ উদ্দিন শাহ মাজার, বকতার নগর জমিদার বাড়ি এবং বিভিন্ন চার্চ ও ঐতিহাসিক বাসস্থান সহ উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি হাইলাইট করা হয়েছে। বকতার নগর জমিদার বাড়ির মতো কিছু স্থানগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, যা ৩০০ বছরেরও বেশি পুরনো, তবে সেগুলির অবস্থা খারাপ, অনেকগুলি অবহেলার শিকার এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাব রয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, যেমন কবি কায়কোবাদের বাসস্থানের মতো স্থানগুলি পরিত্যক্ত থাকার কারণে ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। তদুপরি, রাস্তার অপর্যাপ্ততার কারণে প্রবেশাধিকারের সমস্যাগুলি এই স্থানগুলিকে পর্যটন আকর্ষণ হিসাবে প্রচারে বাধা দেয়। তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও, অনেক ঐতিহ্যবাহী স্থান অপর্যাপ্তভাবে ব্যবহার করা হয় এবং তাদের আরো অবনতি রোধ করতে এবং তাদেরকে ঐতিহ্যবাহী পর্যটন গন্তব্য হিসেবে উন্নীত করার জন্য জরুরিভাবে মনোযোগ প্রয়োজন।

খোলা স্থান এবং বিনোদন: এই কাজের কাগজ নবাবগঞ্জ উপজেলার বিনোদন এবং খোলা স্থানগুলির বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করে, শারীরিক বৈশিষ্ট্য জরিপ এবং স্টেকহোল্ডার পরামর্শের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি তুলে ধরে। জরিপে বিভিন্ন বিনোদন এবং খোলা স্থানের স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন খেলার মাঠ, পার্ক, এবং ঐতিহ্যবাহী স্থান, যার মধ্যে ৩৩৮টি বিনোদনমূলক সুবিধা বিভিন্ন ইউনিয়নে বিতরণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনসাধারণের খেলার মাঠ (২৮৮) রয়েছে, যদিও সেগুলি অনেকটাই ব্যবহারহীন এবং বাস্কেটবল, ফুটবল, এবং ক্রিকেটের মতো বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য উপযুক্ত সুবিধার অভাব রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বিনোদনের বিকল্পের অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যা উন্নত অবকাঠামো এবং সুবিধার জরুরি প্রয়োজনকে নির্দেশ করে। উল্লেখযোগ্য বিনোদনমূলক ঘটনা এবং সম্ভাব্য স্থান, যেমন স্ন্যাপ মেলন বাজার, সম্প্রদায়ের উপর তাদের প্রভাবের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। নবাবগঞ্জ উপজেলার বিনোদনমূলক সুবিধাগুলির জন্য পরিবেশগত নিয়ম এবং বিধিমালার পর্যালোচনা স্থানীয় এবং উচ্চতর পর্যায়ের পরিকল্পনা নীতিগুলি পরীক্ষা করে, যেমন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, ঢাকা কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৬-

২০৩৫), এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন। চিহ্নিত প্রধান সমস্যা গুলির মধ্যে রয়েছে সবুজ স্থান তৈরি করা, ক্ষতিগ্রস্ত জমি পুনরুদ্ধার করা, নদীর চ্যানেল এবং জলাবদ্ধতা সংরক্ষণ করা, এবং অনুমোদনহীন ব্যবহারের বিরুদ্ধে খোলা স্থান এবং জলজ বস্তু রক্ষা করা।

স্বাস্থ্য সুবিধা, জনস্বাস্থ্য, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং কল্যাণ: ঢাকার নিকটে অবস্থিত নবাবগঞ্জ উপজেলা ৩৪৮,৭৮৬ জন জনসংখ্যার সেবা প্রদান করে, যার মধ্যে ১০টি হাসপাতাল, একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৫৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক, এবং ১৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। এই শক্তিশালী জনস্বাস্থ্য অবকাঠামোর সত্ত্বেও, বাসিন্দারা পরিষেবার মান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন, যার ফলে অনেকেই উচ্চ মূল্যের কারণে বেসরকারি চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫০টি বিছানা রয়েছে এবং চিকিৎসা কর্মীর সংখ্যা সীমিত, যা অপর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম, নিম্ন ডাক্তার-রোগী অনুপাত এবং দূরবর্তী এলাকার জন্য প্রবেশের সমস্যা সৃষ্টি করে। স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে উচ্চ পেডিয়াট্রিক চাহিদা এবং কমিউনিটি ক্লিনিকগুলির উপর ব্যাপক নির্ভরতা রয়েছে। একই সময়ে, বেসরকারি সুবিধাগুলি, মূলত কোলাকোপায় অবস্থিত, কম নির্ভরযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার ফলে মারাত্মক অবস্থার রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা ভ্রমণ করতে হয়।

জনসাধারণের উপলব্ধি থেকে দেখ যায় যে উপজেলা এলাকায় পর্যাপ্ত ফার্মেসী, ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এবং টিকাদান কেন্দ্রের অভাব রয়েছে, পাশাপাশি একটি মাদক আসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রের অভাব রয়েছে। বাসিন্দারা স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোর উন্নতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন, নিরাপদ পানির প্রবাহ এবং অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন পদ্ধতির প্রতি উদ্বেগ জানিয়ে। সম্প্রদায়টি আর্সেনিক-মুক্ত পানির প্রবাহের প্রতি অগ্রাধিকার দেয় এবং খারাপ স্যানিটেশনকে একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসাবে স্বীকার করে।

শিক্ষা সুবিধা: শিক্ষা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতা বাড়ায়, দারিদ্র্য কমাতে সাহায্য করে এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে। এটি জ্ঞানের অধিকারী নাগরিকত্ব তৈরি এবং সামাজিক সংহতির প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ উপজেলায় গড় সাক্ষরতার হার ৭৯.২৭%। এখানে সাতটি কলেজ, ৪৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৭৬টি মাদ্রাসা রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সরকারের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে, যেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো বেশি উন্নত। ইতিবাচক দিকগুলি হলো, প্রতিটি ইউনিয়নে অন্তত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, বিদ্যালয়ে যাওয়া শিশুদের সংখ্যা বাড়ছে এবং পাবলিক পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল আসছে, যা শিক্ষার প্রতি বাড়তি গুরুত্ব নির্দেশ করে। তবে, উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জগুলি বিদ্যমান, যার মধ্যে রয়েছে দুর্বল অবকাঠামো, অপর্যাপ্ত খেলার মাঠ, কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি এবং মৌলিক সুবিধার অভাব যা অর্থনৈতিক সমর্থন প্রয়োজন। সমাজ-অর্থনৈতিক জরিপটি একটি বৈচিত্র্যময় শিক্ষা ক্ষেত্র নির্দেশ করে, যেখানে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন তবে কিছু এখনও অশিক্ষিত রয়েছেন, যা সাক্ষরতা এবং দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। সম্প্রদায়ের ধারণা নির্দেশ করে যে, ডে-কেয়ার এবং কেজি বিদ্যালয়ের বিশাল অভাব রয়েছে, তবে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি যথেষ্ট হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার ঘাটতির বিষয়ে উদ্বেগ রয়েছে। যুবক-কেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (পিআরএ) উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহের পতন নির্দেশ করে, বিশেষ করে পুরুষ ছাত্রদের মধ্যে, যা আর্থিক বোঝা এবং বিদেশে চাকরি করার প্রতি প্রবণতার কারণে ঘটছে। মহিলা ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষায় বেশি আগ্রহ রয়েছে, যদিও প্রাথমিক বিয়ে বাধা সৃষ্টি করে। সামগ্রিকভাবে, সকল বাসিন্দার জন্য শিক্ষা সুবিধা বাড়ানোর জন্য পাবলিক লাইব্রেরি, পেশাদার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট। ক্রমবর্ধমান ইন্টারনেট ব্যবহারের সাথে সাইবার নিরাপত্তা গুরুত্ব পেয়েছে, যা সাইবার আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। উপরন্তু, যুবকদের মধ্যে স্মার্টফোন আসক্তির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা একটি জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, যা সচেতনতা এবং হস্তক্ষেপের কৌশলগুলির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বনজ সম্পদ: নবাবগঞ্জের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হচ্ছে কৃষি, যা তার জনসংখ্যার অধিকাংশের জীবিকা সমর্থন করে। এই অঞ্চলের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক প্রফাইল অনুযায়ী, ১৫ বছর এবং তার বেশি বয়সী প্রায় ৯৫% ব্যক্তি কৃষি কার্যকলাপে নিযুক্ত, যার মধ্যে প্রধানত পুরুষ শ্রমিকরা রয়েছেন। নবাবগঞ্জ উপজেলার মোট ভূমির আয়তন ১৭,৮২৭ হেক্টর, যা বিভিন্ন ভূমির প্রকারের সমন্বয়ে গঠিত, যেখানে মধ্য-নিম্ন ভূমি সবচেয়ে বড় এলাকা দখল করে আছে। এই অঞ্চলের মাটি কৃষির জন্য উপযুক্ত,

যেখানে বালুকামিশ্রিত এবং মাটির বিভিন্ন প্রকার বিদ্যমান, যা বৈচিত্র্যময় ফসলের চাষকে সমর্থন করে। প্রধান ফসলগুলোর মধ্যে রয়েছে ধান, পাট, সবজি এবং ফল, যেখানে বোরো ধান এবং তেলবীজের ফসল সবচেয়ে বড় ভূমি দখল করে। কৃষি খাতটি একক, দ্বিগুণ এবং তিনগুণ চাষ পদ্ধতিতে চলে, যেখানে রবি এবং খরিফ মৌসুমে উল্লেখযোগ্য উৎপাদন ঘটে। নবাবগঞ্জে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন স্থানীয় চাহিদার চেয়ে বেশি, যা খাদ্য উদ্বৃত্তকে নির্দেশ করে এবং অঞ্চলের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে। নবাবগঞ্জ উপজেলার কৃষি দৃশ্যপটটি ঐতিহ্যবাহী প্রথাগুলির এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রতি পরিবর্তনের মিশ্রণ দ্বারা চিহ্নিত হয়, যেখানে ট্রাক্টরের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা (৯৬% ব্যবহার) এবং সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি (৭৪.৬% গভীর টিউবওয়েল থেকে) বিদ্যমান।

যদিও চাষের জন্য উল্লেখযোগ্য আয়তনের ভূমি (৯,০৬০.১১ হেক্টর) এবং চাষের তীব্রতা ১৩২%, তবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। পরিবেশগত সমস্যা যেমন সেচ খালের কার্যকারিতার হ্রাস, জলাবদ্ধতা এবং একাধিক ফসলের চক্রের কারণে মাটির উর্বরতার হ্রাস উৎপাদনকে হুমকির মুখে ফেলছে। শহরায়ণ এবং ক্ষুদ্র ভূমির মালিকানার দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক চাপ কৃষির কার্যকারিতা আরও বাধাগ্রস্ত করে, যখন অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, সংরক্ষণ সুবিধা এবং বিপণনের চ্যালেঞ্জ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। কৃষকরা জলবায়ুর ঝুঁকির মুখোমুখি, যেখানে পোকামাকড়, খরা এবং জলাবদ্ধতার কারণে বাড়তি ঝুঁকি দেখা দিচ্ছে। অযাচিত কৃষি প্রথা, যেমন অবিকশিত সার ব্যবহারের প্রতি নির্ভরতা এবং নিম্নমানের বীজ ব্যবহার, ফলনের হ্রাসে অবদান রাখছে। শ্রমের প্রাপ্যতা একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়ছে, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে। এসব বহুমুখী চ্যালেঞ্জ সমাধানে নীতিনির্ধারক, কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা প্রয়োজন, যাতে অঞ্চলের জন্য টেকসই কৃষি উন্নয়নকে উৎসাহিত করা যায়।

নবাবগঞ্জ উপজেলায়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জল মৎস্য সম্পদের মধ্যে উন্মুক্ত এবং বন্ধ জল ব্যবস্থার সমন্বয় রয়েছে, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রাণী প্রোটিন এবং আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস প্রদান করে। এই অঞ্চলে ১,৮২৪টি পুকুর, বেসরকারি বীজ উৎপাদন খামার এবং একটি মাছের অভয়ারণ্য রয়েছে। তবে, মাছের উৎপাদন বার্ষিক চাহিদার তুলনায় কম, যা উন্নত মৎস্য চাষ পদ্ধতির প্রয়োজন নির্দেশ করে। ঐতিহ্যবাহী মাছ চাষ পদ্ধতিগুলি প্রাধান্য পাচ্ছে, যেখানে সেমি-ইন্টেনসিভ প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার কম উৎপাদনের দিকে পরিচালিত করছে। কৃষকরা মাছের স্বাস্থ্য সমস্যা, উৎপাদন খরচ বেশি, বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং পরিবেশ দূষণের মতো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। সরকারের জল নীতি মৎস্য উন্নয়নকে সমর্থন করার জন্য প্রাকৃতিক জলপথ সংরক্ষণ এবং মাছের অভিব্যক্তি উন্নীত করার লক্ষ্যে রয়েছে, যা অঞ্চলের টেকসই মৎস্য চাষ এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সম্ভাবনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে, মাছের হ্যাচারি, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং জলবায়ুর ঝুঁকির অভাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে, যা এই খাতের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি খাত কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা বিশেষত ভূমিহীন, বেকার যুবক এবং অসহায় মহিলাদের মতো ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর জন্য দারিদ্র্য হ্রাস এবং চাকরি সৃষ্টি করার জন্য উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রাখে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের মতে, এই অঞ্চলের কৃষকদের কাছে ১০,৪৮৫টি ছাগল, ১,২৮৬টি ভেড়া, ৩৭টি মহিষ, ১,২৫২টি কোয়েল, ৫৬৫,৫২৭টি মুরগি, ৩৫,২২৫টি হাঁস, ৭১৫টি টার্কি এবং ৩৩,২২২টি কবুতর রয়েছে। তবে, এই খাতটি অনুকূল জলবায়ু এবং ভূ-আকৃতির কারণে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, যেখানে চারণভূমির অভাব এবং পানি সংকট রয়েছে। এসব বাধা সত্ত্বেও, প্রাণিসম্পদ খামারিং ক্রমশঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ আয় উৎস হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে, যেখানে অনেক কৃষক ছোট থেকে মাঝারি আকারের কার্যক্রমে নিযুক্ত রয়েছেন। প্রাণিসম্পদ পণ্য, মূলত দুধ এবং মাংস, প্রধানত স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয়, যা প্রায়শই মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বেশিরভাগ কৃষকের কাছে কার্যকর খাদ্য পদ্ধতি এবং প্রাণী স্বাস্থ্য সেবার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান নেই, যা প্রাণীর স্বাস্থ্য এবং উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে। চারণভূমির অভাব, খাদ্যের নিম্ন কার্যকারিতা এবং অপর্যাপ্ত প্রাণী স্বাস্থ্য সেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা খাতের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, যেমন তাপ চাপ এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনা, প্রাণিসম্পদ এবং পোল্ট্রির স্বাস্থ্যের জন্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করছে, যা উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সহায়ক ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

জীববৈচিত্র্য, উদ্ভিদ ও প্রাণী: নবাবগঞ্জে একটি বিস্তৃত স্থল এবং জলজ প্রাণীজাতির উপস্থিতি রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রজাতি হচ্ছে বিপন্ন ব্রাহ্মণী কাইট। নবাবগঞ্জ উপজেলার পরিবেশগত দৃশ্যপটটি বিভিন্ন স্বতন্ত্র পরিবেশে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে: ফসলের

ক্ষেত, বসতভিটা, রাস্তার প্রান্তের উদ্ভিদ এবং জলাভূমি। কৃষি খাতটি ধান এবং সবজি চাষের বৈচিত্র্যময়তার দ্বারা চিহ্নিত, বিশেষ করে বর্ষাকালে। বসতভিটার উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রয়েছে, যা স্থানীয় বন্যপ্রাণীর জন্য আশ্রয় প্রদান করে এবং অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিতে অবদান রাখে। রাস্তার প্রান্তের উদ্ভিদ প্রধানত ইচ্ছাকৃতভাবে লাগানো প্রজাতি এবং বিভিন্ন হার্ব ও গুল্মে গঠিত, যখন নদী ও খালের তীরে স্থানীয় উদ্ভিদ রয়েছে যা পোকামাকড়, সরীসৃপ এবং ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে।

জলজ বাস্তুতন্ত্র জীববৈচিত্র্যকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে নবাবগঞ্জ উপজেলার জলাভূমিগুলি বিভিন্ন জলজ প্রজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে। কর্মী পত্রে উভয় ধরনের স্থায়ী এবং মৌসুমি জলাভূমির উপস্থিতি রয়েছে, যা জলজ উদ্ভিদের জন্য সমৃদ্ধ, যেমন নিমজ্জিত প্রজাতি যেমন টেপ গ্রাস এবং মুক্ত ভাসমান গাছপালা যেমন জল হাইসিন্থ এবং জল গাব। জলাভূমিগুলি পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি প্রদান করে এবং বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ সম্প্রদায়কে সমর্থন করে, যা স্থল এবং জলজ পরিবেশের আন্তঃসংযোগকে নির্দেশ করে।

হুমকি এবং দুর্যোগ: নবাবগঞ্জ উপজেলা বিভিন্ন প্রাকৃতিক হুমকির জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, যার মধ্যে নদীর তীর ভাঙন, ভূমিকম্প, আর্সেনিক দূষণ, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, বজ্রপাত এবং অগ্নি বিপদ রয়েছে। নদীর তীর ভাঙন জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানব কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পদ্মা ও ইছামতী নদীর পাশে উল্লেখযোগ্য ভূমি ক্ষতি ঘটাচ্ছে, যখন এই অঞ্চলের ভূমিকম্পের কার্যকলাপ মধ্যম মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকি তৈরি করছে, যেখানে সাম্প্রতিক কম্পনগুলি ৫.৫০ মাত্রার পর্যন্ত পৌঁছেছে। পানির উৎসে আর্সেনিক উপস্থিতি একটি জনস্বাস্থ্য সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা ব্যাপক হস্তক্ষেপ কৌশল প্রয়োজন করে। ঘূর্ণিঝড়গুলি মারাত্মক আবহাওয়ার প্রভাব ফেলতে পারে, এবং বন্যার ঝুঁকিগুলি অঞ্চলের মধ্যে ভিন্ন। বজ্রপাত বেশ কয়েকটি মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা সরকারের দ্বারা বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে ঘোষণা করার কারণ হয়েছে। উপরন্তু, অগ্নি বিপদ অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নিয়মের অনুশাসনের কারণে বাড়ছে, যা উপজেলায় উন্নত অগ্নি নিরাপত্তা মান এবং সম্প্রদায়ের প্রস্তুতির জন্য জরুরি প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

বাংলাদেশে খরা একটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সমস্যা , বিশেষ করে নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত শুষ্ক মৌসুমে, যা কৃষি এবং জীবিকার উপর প্রভাব ফেলে, যেখানে বর্তমান অবস্থাগুলি মডারেট খরা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতা একটি সমস্যা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যা নিম্ন অঞ্চলে অতিরিক্ত জল সংরক্ষণ করে, শহরে জীবন এবং কৃষি উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়, প্রধানত অপর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে। জলাভূমির ক্ষতি, যা প্রায়শই নগরায়ণের দ্বারা তীব্র হয়, জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকে হুমকির মুখে ফেলছে, যদিও নবাবগঞ্জ উপজেলায় গত ৩০ বছরে জলাভূমির এলাকায় বৃদ্ধি হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ, ২০২২ সালে আঘাতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রধানত বেপরোয়া চালনা এবং দুর্বল অবকাঠামোর কারণে। নাগরিক অশান্তি রাজনৈতিক চাপ এবং জমি বিরোধের কারণে উদ্ভূত হয়েছে, তবে নবাবগঞ্জ সম্প্রতি অশান্তির দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়নি। যদিও সন্ত্রাসী ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, তবুও হুমকিটি বিদ্যমান, যা ব্যাপক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান ইন্টারনেট ব্যবহারের সাথে সাইবার নিরাপত্তা গুরুত্ব পেয়েছে, যা সাইবার আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। উপরন্তু, যুবকদের মধ্যে স্মার্টফোন আসক্তির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা একটি জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, যা সচেতনতা এবং হস্তক্ষেপের কৌশলগুলির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

পরিবেশ: নবাবগঞ্জ উপজেলার তথ্য থেকে দেখা যায়, গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে, গত দুই দশকে ১.৪±C বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন গড় বৃষ্টিপাত একই সময়ে ৭৪.৫৫ মিমি হ্রাস পেয়েছে। এই এলাকার ভূতত্ত্ব গঙ্গা, মেঘনা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর তলদেশীয় সঞ্চয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা তিনটি প্রধান কাঠামোগত এককতে বিভক্ত। নবাবগঞ্জ উপজেলায় শীর্ষস্থলীর রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি মূলত মিশ্র সিল্টি কাদার এবং সিল্টি কাদার লোমের সাথে পরিচিত, যা ২৬.৪২% এলাকা জুড়ে রয়েছে। প্রকৌশল মাটির বৈশিষ্ট্যগুলি তিন ধরনের: মাঝারি ঘনত্ব, আলগা থেকে মাঝারি ঘনত্ব এবং আলগা বা নরম মাটি, প্রতিটি নির্মাণ স্থায়িত্ব এবং ভিত্তি ডিজাইনের উপর প্রভাব ফেলে। উপজেলা চারটি কৃষি-পরিবেশগত অঞ্চলে বিভক্ত, যার মধ্যে উর্বর প্লাবনভূমি রয়েছে যা বিভিন্ন ফসলের সমর্থন করে কিন্তু বন্যার ঝুঁকিতে রয়েছে, যেমন ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৭ এবং সাম্প্রতিকভাবে ২০২০ সালের ঘটনা, যা ৭১,০০০ এরও বেশি মানুষকে প্রভাবিত করেছে। ভূগর্ভস্থ জলের গুণ সাধারণত ভালো, ক্লোরাইডের স্তর মানের নিচে এবং ফ্লুরাইডের

স্তর অগ্রহণযোগ্য, যখন পৃষ্ঠের জলে পিএইচ মান গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে দেখা যায়। তবে, বায়ুর গুণগত মান পর্যবেক্ষণে কণাগত পদার্থ এবং নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড WHO নির্দেশিকাগুলিকে অতিক্রম করে, এবং শব্দের স্তর অনুমোদিত সীমার মধ্যে রয়েছে। সর্বশেষে, স্যানিটেশন কভারেজ প্রায় ৯১.৯৫% এ দাঁড়িয়ে রয়েছে, ইউনিয়নগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যজনক চিত্রগুলো জনস্বাস্থ্যের জন্য স্যানিটারি সুবিধার অ্যাক্সেসের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

কার্বন ফুটপ্রিন্ট মূল্যায়ন: এই গবেষণার কার্বন ফুটপ্রিন্ট মূল্যায়ন পদ্ধতি ল্যান্ডস্যাট চিত্র এবং মাঠ জরিপ থেকে স্থানীয় এবং বৈশিষ্ট্যগত তথ্য সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে। মাঠ জরিপে প্রশ্নাবলী ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে নাগরিকদের ভোগের তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যেমন খাদ্য, পণ্য, আশ্রয়, চলাচল এবং সেবা। ভূমি ব্যবহার এবং ভূমি আচ্ছাদনের তথ্য স্যাটেলাইট চিত্র থেকে প্রাপ্ত হয়েছে, যা সুপারভাইজড প্রযুক্তি ব্যবহার করে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যা নির্মিত এলাকা, উদ্ভিদ, কৃষিজমি, জলাশয় এবং অগ্নিহীন মাটি চিহ্নিত করেছে। একটি "নিচ থেকে উপরে" উপাদান-ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ফুটপ্রিন্ট মানগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে, যা অঞ্চলের জন্য কাস্টমাইজ করা পরিবেশগত ফুটপ্রিন্টের পূর্ব-হিসাবিত আনুমানিক দ্বারা পরিবেশগত প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করে। মোট ভোগ, কার্বন নির্গমন ফ্যাক্টর, সিকুয়েস্ট্রেশন হার এবং সমমানের ফ্যাক্টরগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে সূত্র ব্যবহার করে নির্গমন হিসাব করা হয়েছে, বিস্তারিত টেবিলের মাধ্যমে খাদ্য, পণ্য এবং সেবার বিভিন্ন ভোগ ক্যাটেগরির জন্য কার্বন নির্গমনের কোষাঙ্কগুলি প্রদান করে, যা কার্বন ফুটপ্রিন্ট মূল্যায়নের জন্য একটি ব্যাপক কাঠামো প্রদান করে।

জৈবক্ষমতা মূল্যায়ন: জৈবক্ষমতা (BC) মূল্যায়ন একটি পরিবেশের জৈব পদার্থ উৎপাদনের এবং বর্জ্য শোষণের ক্ষমতা নির্ধারণ করে, CO_2 নির্গমনসহ, যা কৃষিজমি, বন, জলাশয় এবং উন্নত এলাকাসহ বিভিন্ন ভূমি ধরনের ব্যবহার করে। জৈবক্ষমতা গণনার সূত্রে বিভিন্ন ভূমি আচ্ছাদনের এলাকার সাথে ফলন ফ্যাক্টর এবং সমমানের ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার প্রতিটি প্রকারের জন্য নির্ধারিত মান রয়েছে। বিপরীতে, একটি পরিবেশগত ঘাটতি ঘটে যখন একটি জনসংখ্যার পরিবেশগত ফুটপ্রিন্ট অঞ্চলের জৈবক্ষমতা অতিক্রম করে।

পরিবেশগত ঘাটতি: পরিবেশগত ঘাটতি জৈবক্ষমতা থেকে ভোগের পরিবেশগত ফুটপ্রিন্ট বিয়োগ করে গণনা করা হয়। তাছাড়া, বাস্তুতন্ত্র সেবার মূল্য (ESV) মূল্যায়ন ভূমি ব্যবহার এবং আচ্ছাদন শ্রেণীকরণের মাধ্যমে অর্জিত বাস্তুতন্ত্র পরিষেবার মূল্য পরিমাণ নির্ধারণ করে, একটি সূত্র ব্যবহার করে যা ভূমির এলাকাকে বিভিন্ন ভূমি প্রকারের জন্য নির্দিষ্ট ESV কোষাঙ্কগুলির সাথে গুণিত করে। এই কোষাঙ্কগুলি জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য উৎপাদন, গ্যাস নিয়ন্ত্রণ এবং জীববৈচিত্র্যের মতো পরিষেবাগুলির অর্থনৈতিক মানকে প্রতিফলিত করে, পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতার একটি ব্যাপক চিত্র প্রদান করে।

উপজেলা মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য আইনগত এবং প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো: সরকারি নীতি, আইন এবং বিধিমালা একটি মাস্টার পরিকল্পনা তৈরির এবং বাস্তবায়নের উপর প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে একটি শহরে অঞ্চলের জন্য, সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে। নবাবগঞ্জ উপজেলার জন্য একটি মাস্টার পরিকল্পনা প্রস্তুতির শুরুতে, প্রাসঙ্গিক নীতি, নিয়ম এবং বিধিমালার মূল্যায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাস্টার পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য একটি ব্লুপ্রিন্ট হিসেবে কাজ করে, যা অবকাঠামোগত প্রকল্প থেকে ভূমির ব্যবহার পর্যন্ত সবকিছু নির্দেশনা প্রদান করে। কার্যকরী হওয়ার জন্য, তারা একটি শক্তিশালী আইনগত এবং প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোর উপর নির্ভর করে। আইনগুলি মাস্টার পরিকল্পনা তৈরির জন্য ম্যান্ডেট স্থাপন করে, দায়িত্বশীল সংস্থাগুলি এবং তাদের ক্ষমতাগুলি সংজ্ঞায়িত করে। এই আইনগত সমর্থন পরিকল্পনাটিকে বৈধতা দেয় এবং এর বাস্তবায়নকে শক্তিশালী করে। সংশ্লিষ্ট নথির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি নিচে দেখানো হয়েছে।

খন্ড ৪

কমিউনিটি এনগেজমেন্ট (PRA এবং KII সম্পর্কিত) রিপোর্ট

গণসম্পৃক্ততা

জরিপ প্রতিবেদনের চতুর্থ খন্ডটি তৈরী করা হয়েছে পরিকল্পনা প্রণয়নে নবাবগঞ্জ উপজেলার গণ মানুষের সম্পৃক্ততার বিষয় তুলে ধরার জন্য। এটি নবাবগঞ্জে মাস্টার প্ল্যান প্রকল্পের পর্যালোচনায় জনগণের অংশগ্রহণের একটি নথিভুক্ত বিবরণ হিসাবে কাজ করবে যা কর্তৃপক্ষ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং জনগণের মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে। মাস্টার প্ল্যানে জনগণের অংশগ্রহণের জন্য তিনটি প্রথাগত পদ্ধতি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে -অংশগ্রহণমূলক দ্রুত আলোচনা সভা, মূলতথ্যাদাতা সাক্ষাৎকার এবং কর্মশালা।

PRA (অংশগ্রহণমূলক দ্রুত আলোচনা সভা)

স্থানীয় জনগণকে পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করার জন্য অনেকগুলি অংশগ্রহণমূলক দ্রুত মূল্যায়ন সভা পরিচালিত হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক দ্রুত আলোচনা সভাগুলির মূল উদ্দেশ্য

- এলাকাবাসীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়িত করে এবং তাদের সমস্যায় তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমাধান প্রয়োগ করে সমাধান করা।
- গ্রামীণ দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত জনপদের সামাজিক, আর্থিক, পরিবেশমূলক, এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সমস্যাগুলো প্রযোজনানুযায়ী বিন্যাস করা।
- বিভিন্ন রকমের সংঘটনগুলি অংশগ্রহণ করে, পক্ষপাত প্রতিরোধ করে, এবং নিশ্চিত করে যে উন্নয়ন সমস্ত জনগোষ্ঠীর উপকারে আসে।
- পরিবেশ বান্ধব, সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত, এবং অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর উদ্যোগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে টেকসই গ্রামীণ উন্নয়নে অবদান রাখে।
- ঐতিহ্যগত স্থানীয় জ্ঞান এবং বাহ্যিক দক্ষতার মধ্যে সমন্বয় সহজতর করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করা।

তথ্য সংগ্রহের কালে মোট ২৪টি অংশগ্রহণমূলক দ্রুত মূল্যায়ন সভা (PRAs) অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ১৪টি আলোচনা সভা বিশেষভাবে ইউনিয়ন জনসংখ্যাকে নিয়ে সংঘটিত হয় । সেশনে স্থানীয় সরকার সংস্থার চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারপারসন, ওয়ার্ড সদস্য, সম্মানিত স্থানীয় বাসিন্দা এবং মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর সহ স্থানীয় সরকারী সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, মহিলা, শিশু, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত এবং যুবকদের কে নিয়ে কিছু অংশগ্রহণমূলক দ্রুত আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। স্বতন্ত্র জনসংখ্যার গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে এসব সভায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে। এই বিশেষ অধিবেশনগুলিকে মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে সংযোগ করে সম্প্রদায়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট টার্গেট গোষ্ঠীগুলিকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে নকশা করা হয়।

পিআরএর জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলি:

পিআরএ সেশনের জন্য ৩টি উপায় ব্যবহার করা হয়েছিল:

১. সমস্যা চিহ্নিতকরণ

২. কারণ প্রভাব চিত্র

৩. সমস্যা এবং সম্ভাবনার অগ্রাধিকার

সারণি : অংশগ্রহণমূলক দ্রুত মূল্যায়ন সভার সংখ্যা

টার্গেট গ্রুপ	সম্পন্নকৃত সভা
ইউনিয়ন ভিত্তিক	১৪
দরিদ্র ও দুস্থ জনপদ	৩
নারী	৩
শিশু	১
যুবক	৩
সর্বমোট	২৪

ইউনিয়নভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক দ্রুত আলোচনা সভাতে যে সমস্ত প্রধান উঠে আসে তা হল - রাস্তার অবকাঠামোগত সমস্যা এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি।

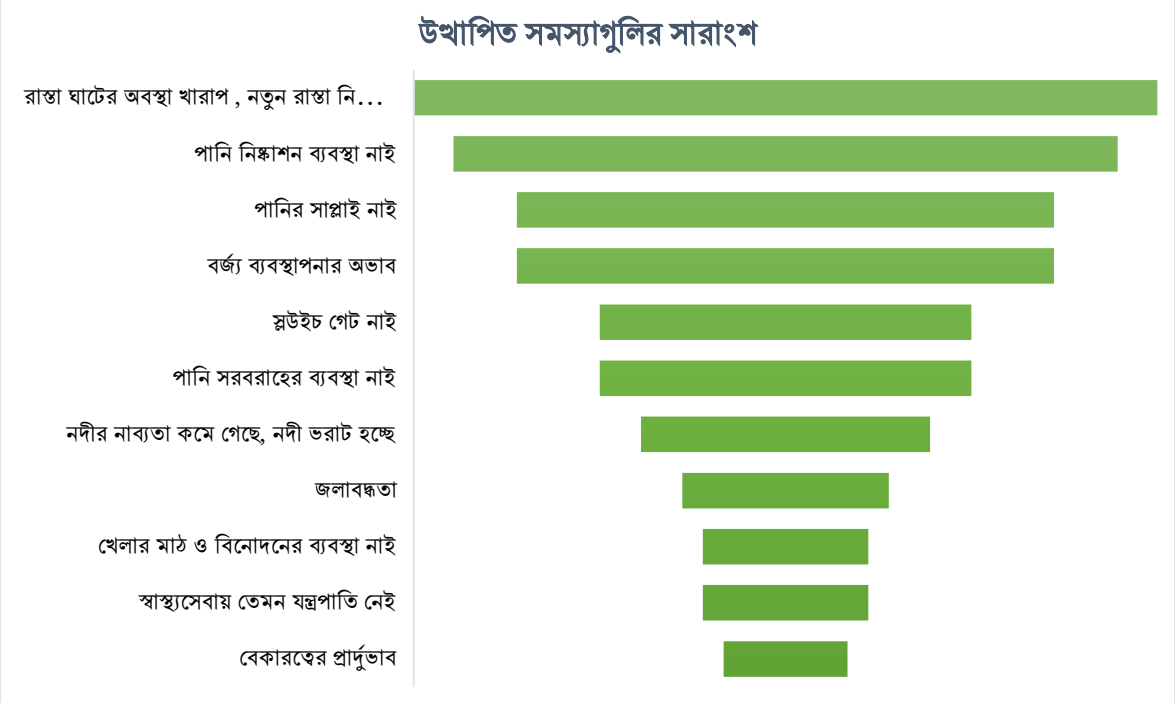

চিত্র : PRA তে উত্থাপিত সমস্যাগুলির সারাংশ

নারী-কেন্দ্রিক পিআরএ-র সময়, মহিলারা তাদের প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এর মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তার উদ্বেগ, বেকারত্বের চ্যালেঞ্জ, মাতৃত্বকালীন ওয়ার্ডের অনুপস্থিতি এবং হাসপাতালে অপর্যাপ্ত সরবরাহ এবং বিনামূল্যে হাসপাতালের সুবিধা না থাকার কারণে মাতৃস্বাস্থ্য সমস্যা। বিশেষত, পুনর্বাসন এলাকার মহিলারা বলেছেন যে পুনর্বাসনের কাঠামো তাদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তাকে বাধাগ্রস্ত ক্রছে।

শিশুদের পিআরএ চলাকালীন, অংশগ্রহণকারী শিশুদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয় এবং তাদের এলাকার একটি ড্রিম ম্যাপ তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে, তারা সক্রিয়ভাবে এই ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের অঙ্কনগুলি সমগ্র নবাবগঞ্জ উপজেলার জন্য তাদের সম্মিলিত স্বপ্নের উপস্থাপনা হিসাবে কাজ করেছিল।

দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলি তাদের সীমিত কাজের সুযোগ এবং বেকারত্ব সম্পর্কিত সমস্যাগুলির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারীরা বিশেষ করে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তারা যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয় তার উপর জোর দেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে স্থানান্তরের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বা আয়ের উপায়গুলি কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ এগুলি এখন পুনর্বাসন এলাকা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

যুব গোষ্ঠী বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা শিক্ষার মান সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই সমস্যাটি তাদের জন্য একটি মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ বলে তারা মনে করেন। যুবকরা উল্লেখ করেছেন যে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা প্রায়শই উপযুক্ত বেতন পান না। উপজেলার মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুবক চাকরির সুযোগের জন্য বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে।

KII (মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার)

মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার এমন ব্যক্তিদের সাথে করা হয় গুণগত, গভীর কথোপকথন জড়িত যারা সম্প্রদায়ের গতিময়তা ও পরিবর্তন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানের অধিকারী। এই সাক্ষাৎকারের লক্ষ্য হল তথ্য সংগ্রহ করা। এদের রয়েছে স্থানীয় নেতা, পেশাদার এবং সরাসরি জ্ঞান থাকা এলাকার বাসিন্দারা।

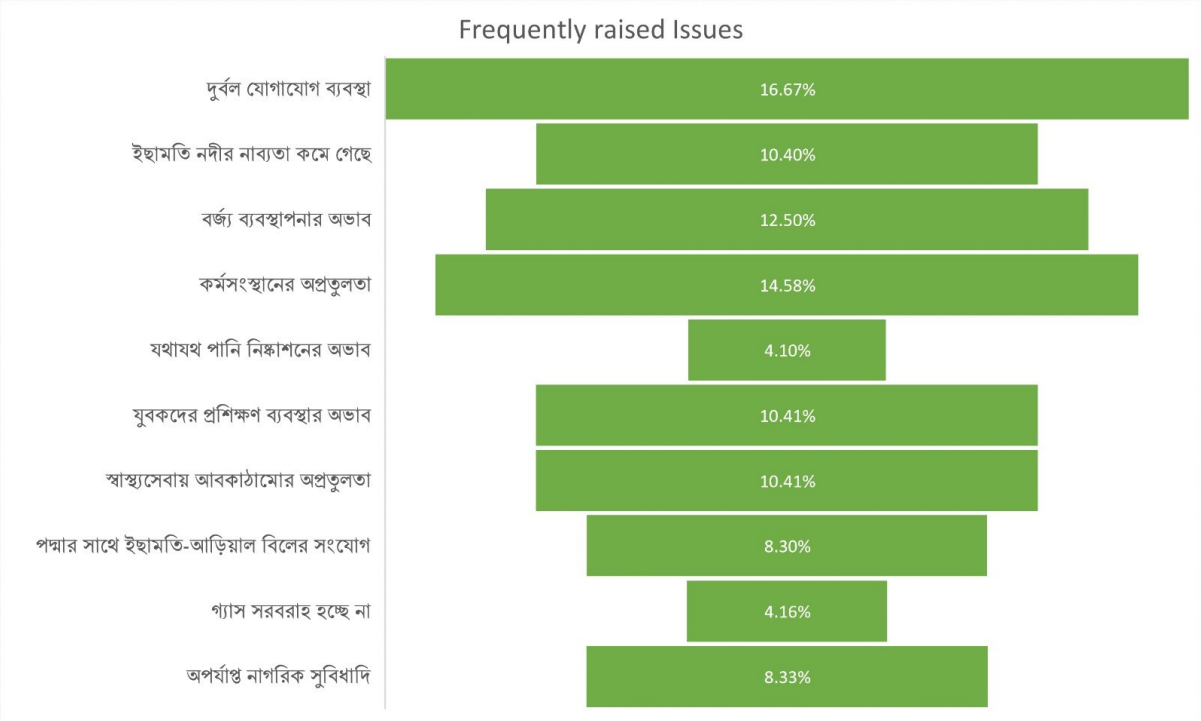

চিত্র: KII থেকে উত্থাপিত সমস্যাগুলির সারাংশ

প্রথম কর্মশালাটি উপজেলার মধ্যে মহাপরিকল্পনা প্রকল্প এবং পরিচালিত সমীক্ষা সম্পর্কে বাসিন্দাদের অবহিত করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের একটি দ্বৈত উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া এবং মন্তব্য সংগ্রহ করা এবং প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করা হয়। উপরন্তু, একটি আসন্ন ডেটা শেয়ারিং কর্মশালা সমীক্ষা পর্ব সম্পর্কে জনগণকে আরও অবহিত করার জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সমগ্র জরিপ প্রক্রিয়া জুড়ে সংগৃহীত তথ্য এর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই কর্মশালাগুলি নবাবগঞ্জ উপজেলার মহাপরিকল্পনা প্রকল্পে স্বচ্ছতা এবং গণসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শেল্‌টেক্‌ Since 1988 SHELTECH

SCPL SHELTECH CONSULTANTS (PVT.) LTD.